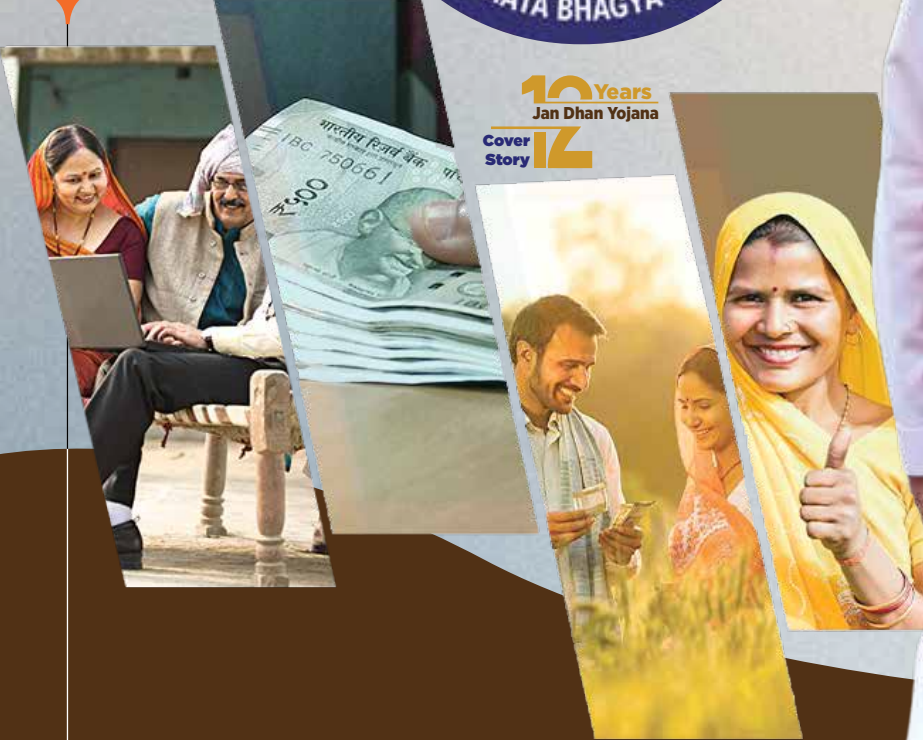


সম্মাচার

Follow Us @NISPIBIndia



12 Years
Jan Dhan Yojana
Cover
Story 12



জন ধন থেকে জন-গণ-মন

মহিলাদের ক্ষমতায়ন থেকে ডিবিটি এবং ব্যাঙ্ক-বিমা-পেনশন নিরাপত্তা থেকে ডিজিটাল লেনদেন বিপ্লব – ১২ বছরের যাত্রায় জন ধন যোজনার বহুমাত্রিক প্রভাব ‘জন’ (মানুষ)কে ‘জন-গণ-মন’, অর্থাৎ জাতীয় চেতনা এবং মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত করেছে।





ভারতীয় প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের প্রতি সারা বিশ্বের আস্থা বাড়ছে

‘মন কি বাত’-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের বিভিন্ন সাফল্যের কথা তুলে ধরেছেন গর্বের সঙ্গে। ১৩৬তম মন কি বাত তিনি শুরু করেন কার্গিল বিজয় দিবসের নায়কদের শুভেচ্ছা জানিয়ে। মধ্যপ্রদেশের সিধি জেলায় জল সংরক্ষণ উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। এছাড়াও, দেশজ প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদন ক্ষেত্র এবং বিভিন্ন অলিম্পিয়াডে দেশের সাফল্যের কথাও উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে। এখানে ‘মন কি বাত’-এর সম্পাদিত কিছু অংশ ...

- **শৌর্য বিজয় যাত্রা:** ‘শৌর্য বিজয়’ মোটরসাইকেল র্যালি দিল্লির জাতীয় যুদ্ধ স্মারক থেকে শুরু হয় ১৪ জুলাই। এর গন্তব্য দ্রাস-এ কার্গিল যুদ্ধ মেমোরিয়াল। বার্তা হল, “এক যাত্রা, এক দেশ, এক অভিযান”।
- **আত্মনির্ভর ভারত :** ভারতীয় নৌ-সেনার অন্তর্ভুক্ত হল আইএনএস মহেন্দ্রগিরি। এই আধুনিক রণতরী তৈরি হয়েছে দেশেই। ৭৫% যন্ত্রাংশই দেশজ। এই বিষয়টি ‘আত্মনির্ভর ভারত’-এর আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠার প্রতীক।
- **সম্মিলিত নিষ্ঠা:** দূরপাল্লার পিনাক গাইডেড রকেটের সফল পরীক্ষণ সম্পন্ন করল ডিআরডিও। তা সম্ভব হয়েছে আমাদের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের ধারাবাহিক নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টার ফলে।
- **নতুন উচ্চতায় :** প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদন, রপ্তানি কিংবা বন্ধু দেশগুলির সঙ্গে রাজনৈতিক সহযোগিতা – ভারত সবক্ষেত্রেই নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। দেশের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদন ক্ষেত্র এবং প্রযুক্তির ওপর সারা বিশ্বের আস্থা বাড়ছে ক্রমাগত।
- **‘বৃষ্টি ধরো’ :** প্রতিটি বিন্দুকে সংরক্ষণ করে ‘বৃষ্টি ধরো’ অভিযানকে জন-আন্দোলনে পরিণত করুন। এই অভিযানের বার্তা খুবই সহজ : যেখানেই বৃষ্টি পড়ে, তা ধরে রাখতে হবে।
- **জাতীয় গর্ব :** প্রথম ভারতীয় হিসেবে জাপান ওপেন ব্যাডমিন্টনের খেতাব জিতলেন পি ভি সিন্ধু; গর্বিত সারা দেশ। ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলও লন্ডনের লর্ডসে মহিলাদের প্রথম আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ জিতল। এই জয় ঐতিহাসিক।
- **বিক্রম-১ :** বিক্রম-১-এর সফল উৎক্ষেপণে প্রতিটি দেশবাসী গর্বিত। ভারতের মহাকাশ ক্ষেত্রের এই ঐতিহাসিক ক্ষণ প্রত্যক্ষ করেছি আমরা। এটিই বেসরকারি ক্ষেত্রে নির্মিত ভারতের প্রথম রকেট।
- **অলিম্পিয়াড:** ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি এবং ম্যাথমেটিক্স অলিম্পিয়াডে দারুণ ফল করেছেন ভারতীয়রা। দেশে এসেছে বেশ কয়েকটি সোনা ও রূপোর পদক।
- **যুবশক্তি:** দেশের যুবশক্তিকে নিয়ে আমি দারুণভাবে গর্বিত। ভারতে যেভাবে অলিম্পিয়াড এবং হ্যাকাথনের সংস্কৃতি তৈরি হচ্ছে, তা অত্যন্ত আনন্দদায়ক। আমি প্রত্যাশী যে আরও বেশি সংখ্যায় তরুণ-তরুণীরা এইসব আয়োজনে যোগ দিয়ে দেশকে গর্বি করবেন।
- **‘বর্জ্য থেকে সম্পদ’ :** বিহারের সীতামারহিতে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ দারুণভাবে এগিয়ে চলেছে – তৈরি হয়েছে সুদৃশ্য বেঞ্চ। এই বিষয়টি ‘হ্রাস, পুনর্ব্যবহার এবং পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ’ যে শুধু মন্ত্র হয়ে নেই, জীবনযাপনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ।
- **লোকতাক হ্রদ :** পদার্থবিদ ডঃ রোনাল্ডো লাইশরাম নতুন আবিষ্কৃত কয়েকটি নক্ষত্রপুঞ্জকে মণিপুরের বিশাল সুপেয় জলের হ্রদ লোকতাক-এর নামাঙ্কিত করেছেন। এই বিষয়টি প্রতিটি ভারতীয়ের কাছে গর্বের।
- **খাদি বিক্রয় :** বিগত ১২ বছরে খাদিপণ্যের বিক্রয় ছ’গুণ বেড়েছে। বিক্রিত পণ্যের মূল্যমান দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮,০০০ কোটি টাকায়। এই আসন্ন উৎসবের মরশুমে আমি সকলকে অন্তত একটি খাদি, হস্তচালিত তাঁত কিংবা হস্তশিল্প সামগ্রী ক্রয় করার অনুরোধ জানাচ্ছি।



নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

খণ্ড ৭, সংখ্যা ০৪ | আগস্ট ১৬-৩১, ২০২৬

প্রধান সম্পাদক

ধীরেন্দ্র ওবা

প্রধান মহানির্দেশক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো,
নতুন দিল্লি

মুখ্য উপদেষ্টা সম্পাদক

সন্তোষ কুমার

বরিস্ট সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক

পবন কুমার

সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক

অখিলেশ কুমার

চন্দন কুমার চৌধারি

ভাষা সম্পাদক

সুমিত কুমার (ইংরেজি)

রজনীশ মিশ্র (ইংরেজি)

নাদিম আহমেদ (উর্দু)

সিনিয়র ডিজাইনার

ফুলচাঁদ তিওয়ারি

ডিজাইনার

অভয় গুপ্ত

সত্যম সিং



১৩টি ভাষায় নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার পড়তে গেলে ক্লিক
করুন

<https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx>

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের পুরনো
সংস্করণগুলি পড়তে ক্লিক করুন

<https://newindiasamachar.pib.gov.in.archive.aspx>



‘নিউ ইন্ডিয়া সমাচার’-এর
নিয়মিত আপডেট পেতে
অনুসরণ করুন
@NISPIBIndia

ভিতরের পৃষ্ঠায়

12 Years
জন ধন যোজনা
প্রচলন
নিবন্ধ

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

দেশের কর্মকাণ্ডের
অভিমুখ কার্যত পালটে
দিয়ে যেসব কর্মসূচি
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে
গত ১২ বছরে বিপ্লব
এনেছে তার অন্যতম
হল প্রধানমন্ত্রী জন ধন
যোজনা – যার সূচনা হয়
২০১৪-র ২৮ আগস্ট।
ভারতে আর্থ-সামাজিক ও
প্রযুক্তিগত ক্ষমতায়নের
যে বিরাট উদ্যোগ হাতে
নেওয়া হয়েছে তার ভিত্তি
এই প্রকল্প। তার প্রভাব
বহুমাত্রিক ... | ৮-২১

জন-কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক উদ্যোগ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ভিত্তি

ভবিষ্যতের রেল পরিবহণ হাইড্রোজেন ট্রেন



জিন্দ থেকে আনুমানিক
১৪,৭০০ কোটি টাকার
উন্নয়নমূলক প্রকল্প উপহার
| ২২-২৩

ভাইব্র্যান্ট ভিলেজ

বিকশিত গ্রাম

বিকশিত ভারতের মজবুত ভিত্তি

প্রধানমন্ত্রী মোদী ২৬
জুলাই ভাইব্র্যান্ট
ভিলেজ কর্মসূচিতে
অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে
মতবিনিময় করেন | ২৬-২৭



সংবাদ সংক্ষেপ

‘ভব্য-রসায়ন’ প্রকল্পে অনুমোদন এবং

পিএম-কিষান কর্মসূচির মেয়াদ বৃদ্ধি

প্রযুক্তি, উদ্ভাবন ও স্বাস্থ্য পরিষেবা : উন্নত ভারতের মজবুত ভিত্তি
প্রধানমন্ত্রী মোদী চণ্ডীগড়ে ৪,৭০০+ কোটি টাকার
প্রকল্পের সূচনা করলেন | ২৪-২৫

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের অংশীদার ...

জাতীয় ক্রীড়া দিবস এবং ফিট ইন্ডিয়ায় সপ্তম বার্ষিকী | ৩০-৩৩

ভারত মোট ১৩টি স্বর্ণপদক সহ ৩৯টি মেডেল জিতেছে
সিডনির উজি ২৬-এ ভারতীয় অ্যাথলিটরা দেশকে
সম্মান এনে দিয়েছেন | ৩৪-৩৫

শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের পুরস্কার পেল ‘আটিক্যাল ৩৭০’

২০২৪-এর ৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ঘোষিত | ৩৬-৩৭

ব্যক্তিত্ব : ‘ওয়ারিয়র কুইন’ অবস্কাইন লোম্বি

তিনি আত্মসমর্পণের বদলে আত্মবলিদানের পথ বেছে নিয়েছিলেন | ৩৮

জাতীয় মহাকাশ দিবস আগস্ট ২৩



ভারতের প্রথম
বেসরকারি কক্ষপথে
উপগ্রহ উৎক্ষেপণ যান
‘বিক্রম-১’-এর
সফল উৎক্ষেপণ

প্রধানমন্ত্রী মোদী ২৬
জুলাই ভাইব্র্যান্ট
ভিলেজ কর্মসূচিতে
অংশগ্রহণকারীদের
সঙ্গে মতবিনিময়
করেন | ২৮-২৯

প্রকাশক : সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের পক্ষে কাঞ্চন প্রসাদ, মহানির্দেশক
যোগাযোগের ঠিকানা : রুম নং-১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩
ই-মেল: response-nis@pib.gov.in, আরএনআই নং: DELENG/2020/78811

সম্পাদকের ডেস্ক থেকে...

জন-ধন যোজনা অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ১২টি অত্যন্ত সফল বছর

শুভেচ্ছা!

প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনা — আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ — ২৮ আগস্ট এর ১২তম বার্ষিকী। গত ১২ বছরে এই প্রকল্পটি ভারতের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে এবং কোটি কোটি পরিবারের আর্থিক লেনদেনকে সহজ করেছে।

এই যাত্রায় পাঁচটি বড় পরিবর্তন স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। প্রথম, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, যার মাধ্যমে সারা দেশে ৫৮ কোটিরও বেশি জন-ধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। দ্বিতীয়, নারীর ক্ষমতায়ন, এই অ্যাকাউন্টগুলির অধিকারকেও বেশি, অর্থাৎ ৩২.৭২ কোটি অ্যাকাউন্ট মহিলাদের নামে খোলা হয়েছে, যা তাদের পরিবারের আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমান অংশীদার হতে সাহায্য করেছে। তৃতীয়, প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তর, যা ভর্তুকিতে অনিয়ম দূর করেছে এবং প্রাপ্য সুবিধা সরাসরি সুবিধাপ্রাপকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। চতুর্থ, বীমা ও পেনশন সুরক্ষা, যা দরিদ্র ও প্রান্তিক পরিবারগুলির জন্য আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করেছে। এবং পঞ্চম, ডিজিটাল পেমেন্ট বিপ্লব, যেখানে RuPay কার্ড ও UPI নগদ-মুক্ত অর্থনীতিকে প্রতিটি গ্রামে পৌঁছে দিয়েছে।

এই পরিবর্তনগুলির প্রভাব শুধু পরিসংখ্যানে নয়, সাধারণ মানুষের আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদার মধ্যেও দৃশ্যমান। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সাথে প্রথমবার যুক্ত হওয়া প্রতিটি ব্যক্তিই এখন দেশের মূলধারার অর্থনীতির একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী।

এটিই জন-ধন যোজনার সবচেয়ে বড় সাফল্য। এটি সাধারণ নাগরিককে শুধু একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সাথেই

যুক্ত করেনি, বরং “জন-গণ-মন” নামে যে দেশ-গঠনের চেতনার কথা বলি তার সাথেও যুক্ত করেছে। এটি কেবল একটি প্রকল্প নয়, এটি একটি আত্মনির্ভর দেশের গল্প এবং এ কারণেই এটি আমাদের এই সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী।

এছাড়াও, ‘ব্যক্তিত্ব’ বিভাগে রয়েছে সাহসী যোদ্ধা রানি অবন্তীবাই লোধীর বিশেষ প্রতিবেদন — যিনি আত্মসমর্পণের চেয়ে শহিদ হওয়াকেই শ্রেয় মনে করেছিলেন। সাথে রয়েছে ৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ। এই সংখ্যায় জাতীয় ক্রীড়া দিবস ও ‘ফিট ইন্ডিয়া’ অভিযান (২৯ আগস্ট), কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬-এ ভারতের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স এবং জাতীয় মহাকাশ দিবস (২৩ আগস্ট) সম্পর্কিত বিশেষ প্রতিবেদনও রয়েছে। পাশাপাশি গত পনেরো দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসংযোগমূলক কর্মসূচির কথাও থাকছে।

আর ভিতরের পাতায় রয়েছে ‘মন কি बात’ অনুষ্ঠান এবং পিছনের প্রচ্ছদে রয়েছে ১৬ আগস্ট ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে একটি বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

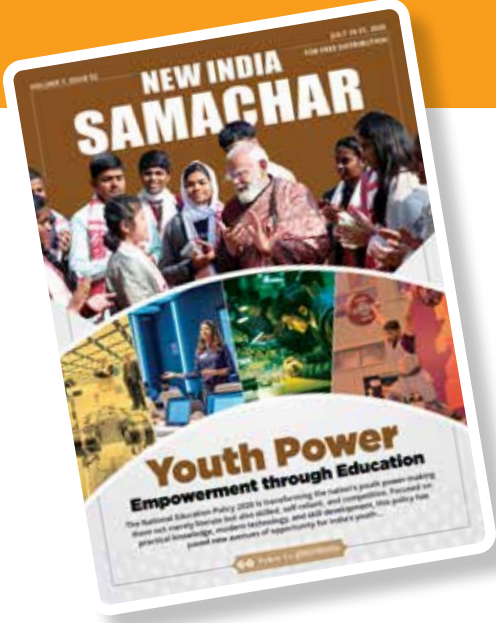
আপনারা আপনাদের পরামর্শ পাঠাতে থাকুন।


(ধীরেন্দ্র ওঝা)



হিন্দি, ইংরেজি এবং আরও ১১টি ভাষায় ম্যাগাজিনটি পড়ুন/ডাউনলোড করুন।
<https://newindiasamachar.pib.gov.in/>

চিঠিপত্র



নিউ ইন্ডিয়া সমাচার আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে

আমার নাম পবন কুমার। আমি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছি। নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ম্যাগাজিনটি আমাকে জ্ঞান-সমৃদ্ধ করে। এটি আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে। পাশ্চিক গুরুত্বপূর্ণ খবর এবং সরকারি প্রকল্পগুলির গভীর বিশ্লেষণ আমার বিশ্লেষণমূলক চিন্তাশক্তিকেও বাড়িয়ে তোলে।

pawankumarpanwar2003@gmail.com

কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত তথ্য নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকার টিমকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই

আমি এই ম্যাগাজিনের একজন নিয়মিত পাঠক। কয়েক বছর ধরে আমি এটি বিনামূল্যে ই-মেইলের মাধ্যমে পেয়ে আসছি। আমাদের গ্রামের মানুষ এই পত্রিকাটি পড়েন এবং এর দেওয়া তথ্য থেকে উপকৃত হন। এটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য একটি হ্যান্ডবুক হিসেবে কাজ করে। এটি আমাদের ছাত্রদের বিভিন্ন প্রকল্প, নারীর ক্ষমতায়ন, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করেছে।

babitaborthakur59170@gmail.com

গুণগত মানসম্পন্ন কনটেন্ট তৈরির প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা

আমার মনে হয় নিউ ইন্ডিয়া সমাচারে সাধারণ মানুষের অবদানের জন্য একটি ছোট বিভাগ বা কলাম রাখা হলে ভালো হবে। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ তাঁদের চিন্তা, অভিজ্ঞতা, সৃজনশীল লেখা বা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয় নিয়ে মতামত ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। এই ধরনের প্ল্যাটফর্ম শুধু পাঠকদের সাথে যোগাযোগ বাড়াতেই সাহায্য করবে না, বরং প্রকাশনায় বিভিন্ন ধরনের বাস্তব জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিও নিয়ে আসবে। এই উদ্যোগ সম্মিলিত অংশগ্রহণের একটি শক্তিশালী অনুভূতি তৈরি করতে পারে এবং ম্যাগাজিনটিকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে। আপনাদের টিমের গুণগত মানসম্পন্ন কনটেন্ট তৈরির প্রচেষ্টাকে আমি সাধুবাদ জানাই এবং আশা করি এই ভাবনাটি গুণগত মান বৃদ্ধি করবে।

শালিনী ভাটনগর

sbhatnagar1971@gmail.com

সবসময় পড়ার জন্য মুখিয়ে থাকি...

আমি নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকাটির একজন নিয়মিত পাঠক। আমার কাছে এটি চমৎকার লাগে; এটি আমাকে ভালোভাবে তথ্য-সমৃদ্ধ রাখে। আমি সবসময় এটি পড়ার জন্য অপেক্ষা করে থাকি। এটি পড়লে জটিল বিষয়গুলো সহজে বুঝতে পারি।

kumar.mohan5699@gmail.com

যোগাযোগের ঠিকানা: রুম নং-১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি – ১০০০৩

ই-মেইল: response-nis@pib.gov.in

ভারত প্রথম ডেঙ্গু টিকা অনুমোদন করল

ভারত সরকারের সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যাভার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন (সিডিএসসিও) ডেঙ্গু প্রতিরোধে 'Qdenga' — একটি ডেঙ্গু টেট্রাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন (জীবন্ত, নিরাময়যোগ্য)-কে বাজারে বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে। এই টিকাটি জার্মানির Takeda GmbH কোম্পানির তৈরি। এটি ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধের জন্য ভারতে অনুমোদিত প্রথম ডেঙ্গু টিকা। Qdenga ইতিমধ্যেই হু-এর প্রাক-যোগ্যতামানে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ৪২টি দেশে অনুমোদন পেয়েছে, যেখানে এখন পর্যন্ত ২ কোটি ৪০ লক্ষেরও বেশি ডোজ বিতরণ করা হয়েছে। সিডিএসসিও-র মতে, টিকার গুণমান, নিরাপত্তা এবং কার্যকারিতার ব্যাপক বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নের পর এই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। টিকাটি ৩ মাসের ব্যবধানে দুটি ডোজে দেওয়া হবে (০ এবং ৩ মাসে)। এটি ৪ থেকে ৬০ বছর বয়সীদের জন্য।



অবসরপ্রাপ্ত অগ্নিবীরদের জন্য সংরক্ষণ

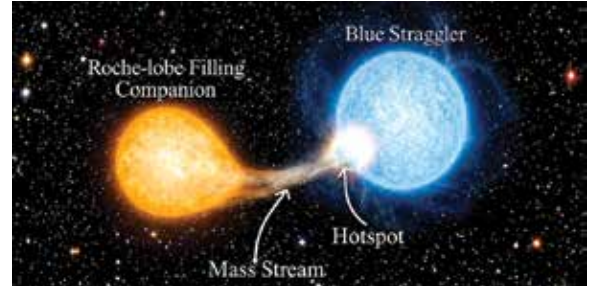
কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন পদের নিয়োগে অগ্নিবীরদের জন্য সংরক্ষণ এবং ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই উদ্যোগের অধীনে, সরকার কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (সিএপিএফ) এবং আসাম রাইফেলসে কনস্টেবল পদে নিয়োগে প্রাপ্ত অগ্নিবীরদের জন্য একটি নতুন বিভাগ তৈরি করেছে। এই বিভাগে শূন্যপদের ৫০% সংরক্ষণ এবং নির্ধারিত সর্বোচ্চ বয়সসীমায় ৩ বছরের ছাড় থাকবে। প্রাপ্ত অগ্নিবীরদের প্রথম ব্যাচের প্রার্থীরা নির্ধারিত সর্বোচ্চ বয়সসীমার বাইরে ৫ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন। অগ্নিবীররা শারীরিক দক্ষতা পরীক্ষা (পিইটি) এবং লিখিত পরীক্ষায় ছাড় পাবেন।

রেলওয়েতে নিয়োগে অগ্নিবীরদের জন্য সংরক্ষণ

- রেলওয়েতে নন-গেজেটেড পদের সরাসরি নিয়োগের জন্য পে লেভেল ১-এ ১০% এবং পে লেভেল ২-এ ৫% সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ)-এ কনস্টেবল নিয়োগে ১০% সংরক্ষণ দেওয়া হবে।



জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন বিরল নীল স্ট্র্যাগলার তারা



ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স (আইআইএ)-এর বিজ্ঞানীরা আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সহযোগিতায় একটি বিরল নীল স্ট্র্যাগলার তারা আবিষ্কার করেছেন। তারাটি বর্তমানে গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। এটি প্রায় ৯,৫০০ আলোকবর্ষ দূরে কলিভার ২৬১ নক্ষত্র গুচ্ছে অবস্থিত। গবেষণায় দেখা গেছে যে তারাটি ক্রমাগত তার সঙ্গী তারা থেকে পদার্থ গ্রহণ করছে, যার ফলে এটি আরও গরম, উজ্জ্বল এবং আরও বৃহদায়তন হয়ে উঠছে। নাসার TESS মিশন এবং ইউরোপীয় সাউদার্ন অবজারভেটরির বিশালাকার টেলিস্কোপের তথ্য ব্যবহার করে এই আবিষ্কারটি নিশ্চিত করা হয়েছে। গবেষকরা দেখেছেন যে, নীল স্ট্র্যাগলার তারাটি ক্রমাগত তার সঙ্গী থেকে পদার্থ টেনে নিচ্ছে — এই ভর স্থানান্তর প্রক্রিয়া ৫.৪৬ বিলিয়ন বছর আগে শুরু হয়েছিল এবং এখনও চলছে। এছাড়াও জানা গেছে যে, নীল স্ট্র্যাগলার তারাটির ভর সূর্যের ভরের ১.৬৭ গুণ।

পিএলআই-এর মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি

বিনিয়োগ ও রপ্তানি বৃদ্ধি:

১৪.১৫ লক্ষের বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি

প্রোডাকশন-লিঙ্কড ইনশেনটিভ (পিএলআই) কর্মসূচির সূচনা করেছিল সরকার ১৪টি প্রধান ক্ষেত্রে-লক্ষ্য ছিল উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিনিয়োগ আকর্ষণ, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি- ২০২৬-এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত ২.৪০ লক্ষ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ এসেছে। এতে ১৪.১৫ লক্ষের বেশি কর্মসংস্থান (প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ) সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া এ পর্যন্ত এই কর্মসূচি সব মিলিয়ে ১৫.২ লক্ষ কোটি টাকার বেশি মূল্যের রপ্তানির সুবিধা করে দিয়েছে।

মোবাইল উৎপাদন: মোবাইল উৎপাদন বেড়েছে ২.৪ গুণ, আমদানি কমেছে ৭৭%। দেশে ব্যবহৃত ফোনের ৯৯.২% প্রস্তুত হয়েছে দেশেই।

ঔষধ: বিক্রয় ছাড়িয়ে গেছে ৩.৬৪ লক্ষ কোটি টাকা; ১৯৩১টি ঔষুধ এবং ১৯১টি নতুন বাল্ক ড্রাগের ঘরোয়া উৎপাদন শুরু হয়েছে।

চিকিৎসা ও উপকরণ:

পিএলআই কর্মসূচির কারণে সিটি স্ক্যানার, এমআরআই মেশিন, ক্যাথ ল্যাব এবং আল্ট্রাসোনোগ্রাফি উপকরণের ঘরোয়া উৎপাদন বেড়েছে; ৫৫ ধরনের উপকরণ তৈরি করা হয়েছে।

পিএলআই
কর্মসূচিতে
রপ্তানি বৃদ্ধি

৮.০
লক্ষ কোটি

৬.৫
লক্ষ কোটি

১৫.২
লক্ষ কোটি

২০২৩-২৪

২০২৪-২৫

২০২৫-২৬

'কুশ' ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা

২৩ জুলাই, ২০২৬-এ ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও) ওড়িশা উপকূলে এপিজে আব্দুল কালাম দ্বীপ থেকে একটি দূরপাল্লার স্থল থেকে আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র 'কুশ'-এর প্রথম পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করল। এই প্রাথমিক পরীক্ষা চালানো হল দ্রুত গতির অতি উচ্চতায় আকাশ পথে ইলেকট্রনিক লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে। এই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা সফলভাবে ধ্বংস করল লক্ষ্যবস্তুকে। 'কুশ' ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা বিভিন্ন দূরত্ব এবং উচ্চতায় যুদ্ধ বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র, আনম্যানড এরিয়াল ভেহিক্যালস (ইউএভি) এবং বৃহদাকারের শত্রু বিমান সহ আকাশ পথে বিভিন্ন ধরনের আতঙ্কের মোকাবিলা করতে সক্ষম।

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান এবং গণিত অলিম্পিয়াড ২০২৬-এ ভারতের ঐতিহাসিক সাফল্য



ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা ২০২৬-এর আন্তর্জাতিক পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীব বিজ্ঞান এবং গণিত অলিম্পিয়াডে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করল। বিশ্বমঞ্চে রাখল দেশের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের প্রমাণ। এ বছর এই ৪টি অলিম্পিয়াড থেকে ভারত মোট ১২টি সোনা এবং ৭টি রূপোর পদক অর্জন করল। ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে পদার্থ বিদ্যা এবং রসায়ন অলিম্পিয়াডে যোগদানকারী প্রত্যেক ভারতীয়ই স্বর্ণপদক জিতেছে। এই অতুলনীয় সাফল্য দেখাল বিজ্ঞান এবং গণিতে জাতীয় অলিম্পিয়াড কর্মসূচির কার্যকারিতা। হোমি ভাবা সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশনের সুদক্ষ পথ নির্দেশনায় এবং পরমাণু শক্তি দপ্তরের সহায়তায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

প্রায় ৪ দশক ধরে পরমাণু শক্তি দপ্তর লাগাতার প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দিচ্ছে দেশের প্রতিভাধর যুবাদের চিহ্নিত ও লালন করে তাদের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করার উপযোগী করে তুলতে। ●



কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

‘ভব্য রসায়ন’-এর জন্য অনুমোদন কর্মসূচি এবং পিএম-কিষাণ কর্মসূচির রূপায়ণ

কেন্দ্রীয় সরকার দেশকে রাসায়নিক উৎপাদন ক্ষেত্রে বিশ্বনেতা হিসেবে গড়ে তুলতে দায়বদ্ধ। এই সূত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ‘ভব্য রসায়ন’ কর্মসূচি অনুমোদন করেছে যা দেশের রসায়ন এবং পেট্রোরসায়ন পরিমণ্ডলকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের পাশাপাশি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি (পিএম কিষাণ) কর্মসূচিকে ২০২৬-২৭ থেকে ২০৩০-৩১ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যেতে...

সিদ্ধান্ত: কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অনুমোদন করেছে ভারত আয়ুর্দ্যোগিক বিকাশ যোজনা রসায়ন বা ‘ভব্য রসায়ন’ কর্মসূচির, দেশে তিনটি নির্দিষ্ট কেমিক্যাল পার্ক স্থাপনের জন্য।

প্রভাব: ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটে এই কর্মসূচির ঘোষণা করা হয়েছিল। এই কর্মসূচির জন্য ৩০৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে। ২০২৬-২৭ অর্থ বছর থেকে ২০৩০-৩১ অর্থ বছর পর্যন্ত ৫ বছর এটি কার্যকর থাকবে।

- রাসায়নিক ক্ষেত্রের মূল্য শৃঙ্খলের মধ্যে এটি আপস্ট্রিম, ডাউনস্ট্রিম এবং আনুষঙ্গিক শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন ঘটাবে।
- উৎপাদন খরচে প্রতিস্পর্ধিতার উন্নতি হবে, বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় রাসায়নিক শিল্পকে আরও প্রতিযোগিতামুখী করে তুলবে।
- ভারতীয় রাসায়নিক শিল্প আরও ভালোভাবে বিশ্ব মূল্য শৃঙ্খলের সঙ্গে সংহত হবে; রপ্তানি বাড়বে এবং আমদানি নির্ভরতা কমবে।
- সুস্থায়ী শিল্প বৃদ্ধির প্রসার হবে একটি পরিবেশ বান্ধব শিল্প পরিমণ্ডলের মাধ্যমে।

সিদ্ধান্ত: প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি (পিএম কিষাণ) কর্মসূচিকে ২০২৬-২৭ থেকে ২০৩০-৩১ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব মঞ্জুর।

প্রভাব: পিএম কিষাণ কর্মসূচিতে প্রদত্ত সহায়তায় কৃষকদের ঠিক সময়ে বীজ, সার, সেচ, কৃষি যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য কৃষি সংক্রান্ত প্রয়োজন মেটানোর সুবিধা হয়। এতে কৃষকদের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে, কমেছে মহাজনের ঋণের ওপর নির্ভরতা এবং শক্তিশালী হয়েছে গ্রামীণ পরিবারের অর্থনৈতিক স্থিতি।

- মোট ৩.১৫ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক বরাদ্দ মঞ্জুর হয়েছে।
- এই কর্মসূচিতে কৃষি জমির মালিকানা আছে এমন উপযুক্ত কৃষক পরিবার প্রতি বছর ৬০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা পায় যা সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয় ৩টি সমান কিস্তিতে।
- এ পর্যন্ত ৪.৪৭ লক্ষ কোটি টাকার বেশি ২৩টি কিস্তিতে সরাসরি জমা পড়েছে কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে।





সিদ্ধান্ত: ‘প্রধানমন্ত্রী সূর্য সরোবর যোজনা (পিএম-এসএসওয়াই)’-র অনুমোদন- বিদ্যুৎ স্টোরেজ ব্যবস্থা সহ চলতি সোলার ফটোভোল্টেইক প্রকল্পের উন্নয়নের জন্য এই কর্মসূচি

প্রভাব: এই কর্মসূচিতে ৫০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন চলতি সোলার ফটোভোল্টেইক প্রকল্প তৈরি করা হবে।

- এই কর্মসূচি পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে এবং জাতীয় শক্তি ও জলবায়ুর লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করবে।
- ‘বিকশিত ভারত’-এর লক্ষ্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি জল সম্পদের সুষম ব্যবহারে সাহায্য করবে এটি।
- এই কর্মসূচি সকল রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের উপকারে লাগবে এবং বৃহৎ মাত্রায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। মোট বাজেট বরাদ্দ ৫০৭০ কোটি টাকা।

সিদ্ধান্ত: কর্ণাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশ জুড়ে বল্লারি-গুন্ডাকলে তৃতীয় এবং চতুর্থ রেললাইন পাতার প্রকল্প অনুমোদন।

প্রভাব: এই প্রকল্পের আনুমানিক খরচ ১২৬৪ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের কাজ ২০২৮-২৯-এর মধ্যে সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। বর্ধিত লাইনের ক্ষমতা নিশ্চিত করবে সুষ্ঠু রেল কার্যাবলী এবং উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি করবে ভারতীয় রেলের কার্যকারিতা এবং পরিষেবায় বিশ্বাসযোগ্যতা। এই মাল্টিট্র্যাকিং প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে সুষ্ঠু রেল চলাচলে এবং জট কমাতে।

- এতে ভারতীয় রেলের বর্তমান নেটওয়ার্কের সঙ্গে প্রায় ৪৬ কিলোমিটার যুক্ত হবে।
- এতে প্রতি বছর অতিরিক্ত ১৬ মিলিয়ন টন পণ্য বহনের ক্ষমতা হবে, ফলে লজিস্টিক্স খরচ হিসেবে বছরে প্রায় ১৪৯ কোটি টাকার সাশ্রয় হবে।
- প্রায় ৯৯টি গ্রামে রেল যোগাযোগের উন্নতি হবে, উপকৃত হবেন প্রায় ৭ লক্ষ মানুষ।
- বর্ধিত রেল রুট উন্নতি ঘটাবে সারা দেশে বল্লারি দুর্গ এবং শ্রী

কুমারস্বামী মন্দির সহ একাধিক প্রধান পর্যটন স্থলের সঙ্গে যোগাযোগের।

- এতে বছরে প্রায় ১৩.২ মিলিয়ন লিটার জ্বালানি বাঁচবে। এই প্রকল্প ৬৬.৭ মিলিয়ন কিলোগ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ কমাতে যা ২.৭ মিলিয়ন বৃক্ষ রোপণের সমান।

সিদ্ধান্ত: সংশোধিত খেলো ইন্ডিয়া কর্মসূচি এবং ন্যাশনাল স্পোর্টস ফেডারেশন (এনএসএফ)গুলির জন্য বর্ধিত সহায়তা অনুমোদন।

প্রভাব: ২০২৬-২৭ থেকে ২০৩০-৩১ পর্যন্ত ৩৬,৪৪১ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ অনুমোদিত বরাদ্দ পূর্বের খেলো ইন্ডিয়া কর্মসূচির প্রায় ৮ গুণ বেশি।

- এই নতুন উদ্যোগ ক্রীড়া পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করবে। এতে ন্যাশনাল স্পোর্টস ফেডারেশনগুলিকে দেওয়া সহায়তা বৃদ্ধি পাবে।
- তহবিল যোগানো হবে সক্ষমতা বর্ধনের জন্য এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ব্যবহার করা হবে অ্যাথলিটদের নতুন উচ্চতায় পৌঁছানো এবং বিশ্বমঞ্চে তাঁদের সক্ষমতার প্রমাণ দেওয়ার যোগ্য করে তুলতে।

সিদ্ধান্ত: ‘সমুদ্র মন্তুন’-এর অনুমোদন- ন্যাশনাল অফসোর এক্সপ্লোরেশন কর্মসূচি

প্রভাব: ‘সমুদ্র মন্তুন’ একটি রূপান্তরকারী জাতীয় উদ্যোগ যা তৈরি করা হয়েছে দেশের সামুদ্রিক শক্তি সম্পদের ব্যবহার করতে, দীর্ঘমেয়াদী শক্তি নিরাপত্তা জোরদার করতে, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে এবং অর্থনীতি ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুস্থায়ী মূল্য সৃষ্টি করতে।

- এই কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পাবে সমুদ্রে অনুসন্ধানের কার্যাবলী। এতে দেশে তেল এবং গ্যাসের উৎপাদন বাড়বে এবং বৃহৎ মাত্রায় কর্মসংস্থান তৈরি হবে।
- পাশাপাশি ‘মেক ইনি ইন্ডিয়া’ এবং ‘আত্মনির্ভর ভারত’ উদ্যোগে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে।
- ২০৩০-৩১ অর্থ বছর পর্যন্ত এই কর্মসূচির জন্য ৮৪,০৮৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।



“আমরা দেশের আমাদের কৃষক ভাই-বোনদের ক্ষমতায়ন এবং সমৃদ্ধির জন্য দায়বদ্ধ। এই লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী কৃষি সম্মান নিধি যোজনাকে ২০৩০-৩১ পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র কৃষকদের বীজ, সার এবং কৃষিকাজে প্রয়োজন মেটাতেই সাহায্য করবে তাই নয়, উন্নতি করবে তাঁদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থারও।

– নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী



জন ধন যোজনা

একটি জন-কেন্দ্রিক আর্থিক উদ্যোগ অন্তর্ভুক্তিমূলক অগ্রগতির ভিত্তি

সবচেয়ে গতিশীল প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম হল, ২৮ অগাস্ট ২০১৪তে চালু হওয়া প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা, যা বিগত ১২ বছরে দেশের দৃষ্টিভঙ্গির ও দিক নির্দেশ পরিবর্তনের মাধ্যমে আর্থিক বিপ্লব এনেছে, উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করেছে। সাধারণ নাগরিকদের ক্ষমতায়নের ভাবনাকে সামনে রেখে চালু হওয়া এই প্রকল্প এটা সুনিশ্চিত করেছে যে, দেশের আর্থিক সম্পদকে গরিবদের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে হবে। জন ধন যোজনার বীজ বিশাল আর্থ-সামাজিক বটবৃক্ষের চেহারা নিয়েছে, প্রযুক্তিগত ক্ষমতায়ন ঘটিয়েছে এবং বহুস্তরীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে এক গভীর প্রভাব ফেলেছে।

১

ছত্তিশগড়ের যশপুরের বাসিন্দা লীলা বাঈ পোর্তে ৬ সদস্যের এক পরিবারে বসবাস করেন এবং কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। ২০১৫ সালে তাঁর নিজের গ্রাম কর্মীটিকরা থেকে নিকটবর্তী ব্যাঙ্কের দূরত্ব ছিল ৭ কিলোমিটার এবং পরিবারটির কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল না। একজন ‘ব্যাঙ্ক মিত্র’ ওই গ্রামে যান এবং একটি ক্ষুদ্র বহনযোগ্য যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁর অ্যাকাউন্ট চালু করেন। পরে জীবন জ্যোতি বিমা প্রকল্পের জন্য আবেদন পত্র পূরণ করতে তাঁকে সাহায্যও করেন। সেই একই বছরে হিট স্ট্রোকে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়। তিনি অসহায় বোধ করতে থাকেন এবং মানসিক ও আর্থিক দুরবস্থার শিকার হন। যখন ব্যাঙ্ক মিত্রকে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জানানো হয়, তিনি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্য বিমা সম্পর্কে তাঁকে বিস্তারিত জানান। তিনি তাঁর বাড়িতে যান, প্রয়োজনীয় ফর্ম পূরণ করতে সাহায্য করেন এবং সেগুলিকে অফিসে জমা দেন। এর ফলে তাঁর অ্যাকাউন্টে ২ লক্ষ টাকা জমা পড়ে। সেই সঙ্কটের সময়ে এই আর্থিক সহায়তা তাঁকে একটি জীবনরেখা দিয়েছিল এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ বার করে দেয়।



২

মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রের পানিহার গ্রামের বাসিন্দা গজেন্দ্র সিং ২০১৪ সালের অগাস্টে প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনায় একটি অ্যাকাউন্ট খোলেন। এর আগে তাঁর কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বা ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর কোনও জ্ঞান ছিল না। তিনি একজন প্রান্তিক চাষি। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বরাই শাখায় অ্যাকাউন্ট খোলার পর গজেন্দ্র সিং তা ব্যবহার করতে থাকেন। প্রতিবেশী গ্রামগুলিতে অ্যাকাউন্ট খোলার উপকারিতা নিয়ে তিনি প্রচারও চালান। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিয়ে তাঁর জ্ঞানও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়।

আ

অসন্তুষ্টির অনুভূতি, আত্মসম্মান এবং মর্যাদার মাধ্যমে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনার সুবিধাপ্রাপকদের সাফল্যের কাহিনী শুধুমাত্র একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার চেয়েও বহু দূরে প্রসারিত হয়েছে। বিগত ১২ বছর ধরে এই কাহিনীগুলি আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে রূপান্তরমূলক যুগের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। বলিষ্ঠ অর্থনীতি যে কোনও সমাজকে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পথে চালিত করে এবং সেই অর্থ ব্যবস্থায় আর্থিক সুরক্ষার প্রধান ভিত্তি হল, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। জন ধন যোজনার প্রভাব শুধুমাত্র অ্যাকাউন্ট খোলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। এর ১২ বছরের যাত্রায় এটি বিভিন্ন স্তরে ব্যাপক এবং দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন এনেছে। এটি সামাজিক, আর্থিক, প্রযুক্তিগত এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের নতুন ভাবমূর্তি তৈরি করেছে।

গরিবদের তুলে আনা এবং তাঁদের ব্যাঙ্কিং ও আর্থিক পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমে দারিদ্রের কবল থেকে

বার করে আনার লক্ষ্যে ১৫ অগাস্ট, ২০১৪তে জন ধন যোজনা ঘোষণা করা হয়। ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যেই এই প্রকল্প কার্যকর করা হয়। “প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের” একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকা সুনিশ্চিত করতে জন-কেন্দ্রিক আর্থিক উদ্যোগের ভিত্তি হিসেবে কাজ করা এই প্রকল্প “প্রত্যেক পরিবারের” দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে এক কদম এগিয়ে গিয়েছিল। একটি ক্ষুদ্র পদক্ষেপ হলেও, গরিবরা যখন জন ধন অ্যাকাউন্টের সুবিধা পেলেন, তখন তা তাঁদের মধ্যে আত্মসম্মানের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। এমনকি সুবিধাবঞ্চিতরাও লক্ষ কোটি টাকা সংরক্ষণ করতে থাকেন।

২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব নেন,





মোট জন ধন
অ্যাকাউন্ট
(জুলাই ৮, ২০২৬ পর্যন্ত)

৫৮.৭০
কোটি



গ্রাম ও আধা শহরাঞ্চলে
অ্যাকাউন্টের
হার প্রায়

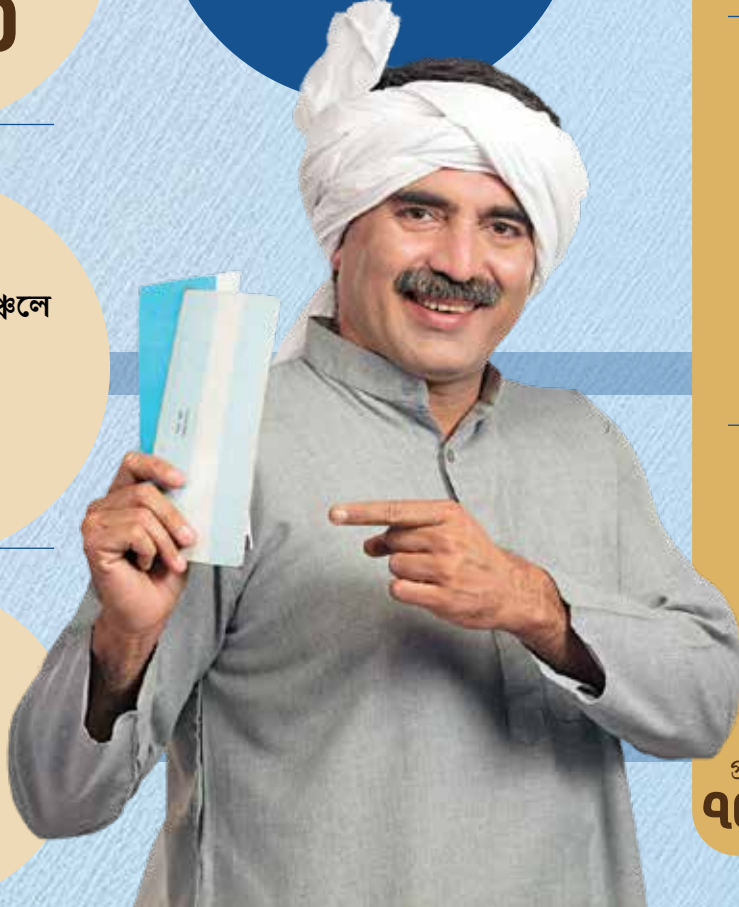
৭৮%



RuPay কার্ড
প্রদান প্রায়

৪১
কোটি

এক নজরে প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা



মহিলা অ্যাকাউন্টের
হার প্রায়

৫৬%



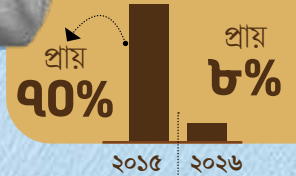
মোট সঞ্চয়
প্রায়

৩.১০

লক্ষ কোটি টাকা



জিরো ব্যালেন্স
অ্যাকাউন্ট
হ্রাস



তখন তিনি অতি সূক্ষ্মভাবে দেশের ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। সুশাসন এবং দীর্ঘমেয়াদী ভাবনাকে সঙ্গী করে তাঁর আগের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে একেবারে শেষ স্তরে থাকা ব্যক্তির ক্ষমতায়ন এবং তাঁদের আর্থিক সুরক্ষার কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি ধারাবাহিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকেন। এইসব উদ্যোগের মূল ভিত্তি হয়ে ওঠে প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা। ব্যাঙ্কিং পরিষেবাকে গরিব মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে এক অনন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর মূল নীতি ছিল, মানুষের টাকার অধিকার একান্তভাবে মানুষেরই, যা অবশ্যই তাঁদের কাছে সরাসরি পৌঁছবে। এই সর্বাঙ্গিক ভাবনাকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় সরকার জন ধন অ্যাকাউন্ট, আধার এবং মোবাইল যোগাযোগকে একত্রিত করে এক শক্তিশালী “ত্রয়ী” গড়ে তোলে, যা গরিবের অর্থ

নয়-ছয় হওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়। এখন বাসগৃহ নির্মাণের তহবিল, এলপিগি ভর্তুকি, এমজিএনআরইজিএ মজুরি কিংবা কিষাণ সম্মান নিধি, যাই হোক না কেন, সমস্ত অর্থ সরাসরি সুবিধাপ্রাপকদের অ্যাকাউন্টে চলে যাচ্ছে। অন্য কথায় বললে, প্রত্যেকেই কোনওরকম বৈষম্য ছাড়াই সরাসরি সুবিধা পাচ্ছেন। এরপর তাঁদের সশক্ত করতে স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়া, স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া এবং মুদ্রার মতো প্রকল্পের সঙ্গে সুবিধাপ্রাপকদের যুক্ত করতে একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। আবশ্যিকভাবে, প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা সমস্ত প্রকল্পের ভিত্তি হয়ে ওঠে, যা শিল্পোদ্যোগীদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি একটি নিরাপদ আর্থ-সামাজিক সুরক্ষার বেটনীও গড়ে তোলে।

একটা সময় ছিল, যখন মানুষের মানসিকতা ছিল :



পিএমজেডিওয়াই অ্যাকাউন্ট বৈশিষ্ট্য এবং ছাড়ের সুবিধাসমূহ



পিএমজেডিওয়াই অ্যাকাউন্ট হ'ল, বেসিক সেভিংস ডিপোজিট অ্যাকাউন্টস (বিএসবিডিএ)। পুরোপুরি কেওয়াইসি-যুক্ত পিএমজেডিওয়াই অ্যাকাউন্টে ন্যূনতম ব্যালেন্স বা লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনও বিধিনিষেধ নেই।



ব্যাঙ্কের শাখা এবং এটিএম/সিডিএম-এ নগদ টাকা জমা করা যায়।



কেন্দ্রীয়/রাজ্য সরকারগুলির দেওয়া অর্থ, যে কোনও বৈদ্যুতিন পদ্ধতির মাধ্যমে বা নগদ অর্থ জমা করা যায়।



যে কোনও মাসে জমা করা অর্থের কোনও উর্ধ্বসীমা নেই।



প্রতি মাসে এটিএম সহ (মেট্রো শহরের এটিএম সহ) অন্তত চারবার বিনা খরচে টাকা তোলা যায়।



ফ্রি রূপে ডেবিট কার্ডে ২ লক্ষ টাকা দুর্ঘটনা বিমার ব্যবস্থা রয়েছে।



পিএম জনধন যোজনাকে সফল করার জন্য যাঁরা নিরলসভাবে কাজ করেছেন, তাঁদের সকলের আমি প্রশংসা করছি। তাঁদের প্রয়াস ভারতবাসীর উন্নততর জীবনযাপন সুনিশ্চিত করেছে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী



“ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট দিয়ে একজন গরিব মানুষ কী করবেন”? স্বাধীনতার ৬৮ বছর পরেও দেশের জনসংখ্যার ৬৮ শতাংশ মানুষ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার বাইরেই ছিলেন। এমনকি, ১৯৬৯ সালে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর ২০১৪ সাল পর্যন্ত পরিস্থিতি একই থেকে গিয়েছিল। দেশের ৫০০ মিলিয়নেরও বেশি গরিব মানুষ ন্যূনতম ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। সমাজের এই অংশের মানুষ কখনও ব্যাঙ্কে যেতে সাহস পেতেন না; তাঁদের কাছে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল বিতবানদের জন্য সংরক্ষিত সুবিধা। ২০১৪ সালের অগাস্ট মাসের পর যখন ব্যাঙ্কগুলি তাঁদের দোরগোড়ায় পৌঁছায়, তখন তাঁদের মধ্যে আস্থা ও আত্মসম্মানের অনুভূতি জেগে ওঠে এবং তাঁদের মনে এক নতুন আকাঙ্ক্ষার শিকড় প্রোথিত হয়। আজ তাঁরা গর্বের সঙ্গে তাঁদের পকেট থেকে রূপে কার্ড বার করেন। একটা সময় ছিল, যখন রূপে কার্ডকে (ডেবিট কার্ড) ধনীদেব মর্যাদার প্রতীক হিসেবে মনে করা হ'ত। কিন্তু, জন ধন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার এই মানসিকতায় পরিবর্তন আনো জন ধন-এর বীজ এখন বিশাল বটবৃক্ষের চেহারা নিয়েছে।

পাঁচগুণ প্রভাবের জন্য জন ধন যোজনার ভিত্তি মূল বুনিয়াদ গড়ে তুলছে

আজ ৫৮ কোটিরও বেশি জন ধন যোজনার অ্যাকাউন্ট রয়েছে।



১

প্রভাব

জন-কেন্দ্রিক উন্নয়নের

প্রধান ভিত্তি



১

দেশে প্রতিটি পরিবারে অন্তত একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আর্থিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক ভারতের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে।

৩৫%

এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে ২০১১'তে



৮৯%+

প্রাপ্ত বয়স্কের দেশে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কস গ্লোবাল ফিনডেক্স ২০২৫ রিপোর্ট অনুযায়ী।

২

জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্ট খোলার সুবিধা থাকায় সবচেয়ে গরিব নাগরিকও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে পারছেন।

জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্ট এখন কমে দাঁড়িয়েছে

১০%

৩

ডেবিট কার্ড এখন আর শুধুমাত্র বিশেষ মর্যাদার প্রতীক নয়; অনলাইন লেনদেন বেড়েছে।

৪০.৮৯ কোটি

রুপে ডেবিট কার্ড অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের বিনামূল্যে প্রদান করা হয়, যার ফলে সাধারণ মানুষ ডিজিটাল লেনদেনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

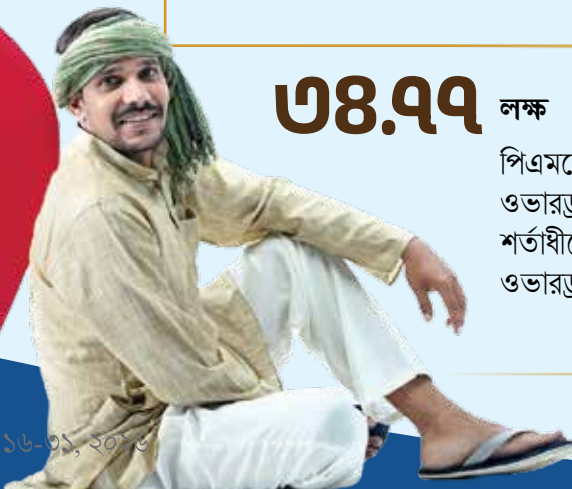


৪

দুর্ঘটনা বিমা এবং ওভারড্রাফট-এর সুবিধা অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের অতিরিক্ত আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করেছে।

৩৪.৭৭ লক্ষ

পিএমজেডিওয়াই অ্যাকাউন্ট হোল্ডার ওভারড্রাফটের সুবিধা নিয়েছেন; শর্তাধীনে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ওভারড্রাফটের সুবিধা পাওয়া যায়।



৫

‘ব্যাঙ্কিং মিত্রস’ এবং ব্যাঙ্কিং নেটওয়ার্কের বিস্তারের ফলে ব্যাঙ্ক পরিষেবা শেষ স্তর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে, গ্রামাঞ্চল এবং প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে ব্যাঙ্ক পরিষেবার সুযোগ মিলছে।

১৩.৫৫

লক্ষ ব্যাঙ্কিং মিত্র (বিজনেস করেসপন্ডেন্টস) শাখা-মুক্ত ব্যাঙ্কিং পরিষেবা প্রদান করছেন।

৪৫.৬৮

কোটি অ্যাকাউন্ট গ্রাম এবং আধা-শহর অঞ্চলে খোলা হয়েছে, যা মোট অ্যাকাউন্টের ৭৮%।

৬

সঞ্চয় এবং আর্থিক শৃঙ্খলার একটি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে।

৩.১০ লক্ষ কোটি টাকা

জন ধন অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে, ন্যূনতম ব্যালেন্সের কোনও বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্ত্বেও।



“

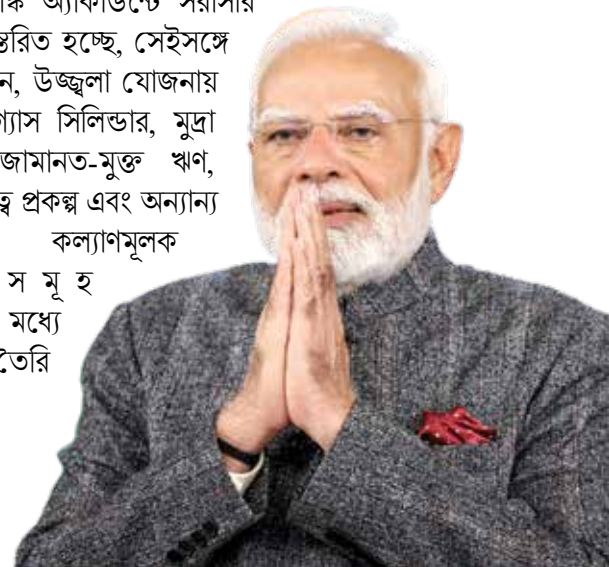
যখন শেষ স্তর আর্থিকভাবে যুক্ত হয়, তখন গোটা দেশ একসঙ্গে সামনের দিকে এগোতে থাকে। পিএম জন ধন যোজনায় ঠিক এই সাফল্যই অর্জিত হয়েছে। এটি মর্যাদা বাড়িয়েছে এবং মানুষকে তাঁদের ভাগ্যের কাহিনী লেখার শক্তি জুগিয়েছে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

”

এই প্রকল্প শুধুমাত্র ব্যাঙ্কিং পরিষেবাকে সর্বজনীন করে তোলেনি, সেইসঙ্গে অন্তর্ভুক্তিমূলক অগ্রগতির ভিত্তিও প্রতিষ্ঠা করেছে। এর প্রথম প্রভাবটি হ’ল – দেশের প্রায় প্রতিটি পরিবার ও নাগরিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার অংশ হয়ে উঠেছে। এটি শুধুমাত্র একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নয়; এটি একটি সু-কাঠামোযুক্ত রক্ষাকবচ গড়ে তুলেছে।

দ্বিতীয় প্রভাবটি হ’ল শক্তিশালী ‘জ্যাম ত্রয়ী’ (জন ধন–আধার–মোবাইল) সুবিধাপ্রাপকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত করেছে। এটি দুর্নীতি এবং অন্যান্য ফাঁকফোকর দূর করেছে। মধ্যমত্বভোগীদের ভূমিকা দূর হয়েছে এবং লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা শেষ মানুষটির কাছেও আর্থ-সামাজিক প্রকল্পগুলির সুবিধা সরাসরি পৌঁছে যাওয়ার কাজের সূচনা করেছে। এটি অর্থনীতিকে একটি নির্দিষ্ট আকার দিয়েছে এবং নগদ লেনদেনকে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার আওতায় এনেছে। জন ধন যোজনাকে ধন্যবাদ, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি সুবিধা হস্তান্তরিত হচ্ছে, সেইসঙ্গে স্থায়ী বাসস্থান, উজ্জ্বলা যোজনায় বিনামূল্যে গ্যাস সিলিন্ডার, মুদ্রা যোজনায় জামানত-মুক্ত ঋণ, পিএম স্বামিত্ব প্রকল্প এবং অন্যান্য সামাজিক কল্যাণমূলক উদ্যোগ স মূহ গরিবদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করেছে।



২

প্রভাব

প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তর ও

প্রশাসনে স্বচ্ছতা



২



মধ্যস্বত্বভোগীর ভূমিকা
বিলুপ্ত করা হয়েছে, দুর্নীতি
এবং ফাঁকফোকরের
ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হ্রাস
ঘটেছে।

ডিবিটি সামাজিক সুরক্ষার
সুবিধাপ্রাপকদের আওতার
সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে।

১

জন ধন-আধার-মোবাইল (জ্যাম ত্রয়ী)-এর সম্মিলিত শক্তি ভর্তুকি এবং
সরকারি প্রকল্পগুলির সুযোগ-সুবিধা সুবিধাপ্রাপকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি
হস্তান্তরের ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

৫২.৫০+

লক্ষ কোটি নাগরিকের কাছে সরাসরি হস্তান্তর
করা হয়েছে জন ধন, আধার এবং মোবাইল (ত্রয়ী)
কাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে।

৯০০+

প্রকল্পে ডিবিটি-র মাধ্যমে
সুবিধাপ্রাপকদের
অ্যাকাউন্টে অর্থ হস্তান্তর
করা হয়।

৪

৩ সরকারি কোষাগারে কোটি কোটি
টাকা সাশ্রয় হয়েছে, যা এখন প্রকৃত
সুবিধাপ্রাপকদের কাছে পৌঁছেছে।

৫+

₹

লক্ষ কোটি টাকা ডিবিটি-র মাধ্যমে সাশ্রয় হয়েছে।
নকল ও ভুলো গ্যাস সংযোগ রেশন কার্ডের
জালিয়াতির অবসান ঘটেছে।

ডিবিটি-কে ধন্যবাদ, মোট সরকারি ব্যয়ে
ভর্তুকি প্রদান ১৬% থেকে ৯%-এ নেমে
এসেছে, জনসাধারণের ব্যয়ের দক্ষতার
ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে।



পিএম কিশাণ সন্মান নিধি, উজ্জ্বলা যোজনা এবং
কোভিড ত্রাণ সহায়তার মতো প্রকল্পগুলির সুবিধা যোগ্য
নাগরিকদের কাছে সরাসরি ও সঠিক সময়ে পৌঁছেছে।

২৩টি কিস্তিতে কৃষকদের মধ্যে ৪.৪৬ লক্ষ কোটি টাকার বেশি
অর্থ বন্টন করা হয়েছে।

সহায়তা প্রদান

৯.৪৪+

কোটি কৃষকে, সুবিধাপ্রাপকদের মধ্যে
২৩% মহিলা

- এপ্রিল ২০২০-তে পিএম কিশাণের প্রথম কিস্তির ২০০০ টাকা
প্রদান করা হয়, উপকৃত হয়েছেন ৮.৭ কোটি কৃষক।
- উজ্জ্বলা যোজনায় প্রায় ১১ কোটি এলপিগি সংযোগ প্রদান
করা হয়েছে, ভর্তুকি সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হচ্ছে।
- কোভিড-১৯ অতিমারীর সময় ৩ কোটি বিধবা এবং
বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিকে ১০০০ টাকা করে আর্থিক
সহায়তা দেওয়া হয়।



৫

চড়া সুদে স্থানীয় ঋণদাতাদের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ঋণচক্র
ভাঙতে সহায়তা করেছে

- পিএমজেডিওয়াই-এর মাধ্যমে গরিব এবং প্রান্তিক শ্রেণির মানুষরা ব্যাঙ্কিং সুবিধার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন; ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার ফলে ওভারড্রাফ্ট ও ঋণের সুবিধা পাচ্ছেন।
- মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত পিএম স্বনির্ধি যোজনায় প্রায় ৮৪ লক্ষ পথ বিক্রেতা ১৭,০০০ কোটি টাকার বেশি জামানত-মুক্ত ঋণ পেয়েছেন।

৬

অর্থনীতির স্বাভাবিকীকরণ

- নগদ টাকা নির্ভর লেনদেনের বদলে প্রথামাফির ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে
- আগে যাঁরা বাড়িতে টাকা সঞ্চয় করতেন, জিরো ব্যালেন্সের জনধন অ্যাকাউন্ট তাঁদের ব্যাঙ্কে টাকা রাখার সুযোগ করে দিয়েছে।
- ঋণদাতারা নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে শোষণ করতেন, এখন অনলাইন লেনদেনের ফলে রেকর্ড রাখা অনেক সহজ হয়েছে।

৭

আর্থিক পরিসংখ্যান গরিবদের ক্রেডিট স্কোর এবং ভবিষ্যতে
ঋণের যোগ্যতামানে হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে

- আগে যাঁরা অসংগঠিত ক্ষেত্র বা দারিদ্রের কারণে ক্রেডিট স্কোর থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন, ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাচ্ছিলেন না, জনধন তাঁদের সামনে সেই পথ সুগম করেছে।
- ঋণের সুবিধার ফলে গরিব এবং প্রান্তিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটেছে; ঋণের মাধ্যমে তাঁরা এখন সন্তানদের শিক্ষায় অর্থব্যয় করতে পারেন।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং
কোটি কোটি মানুষ, বিশেষত
মহিলা, তরুণ এবং প্রান্তিক
সম্প্রদায়ের মর্যাদা প্রদানের
ক্ষেত্রে জন ধন যোজনা প্রধান
ভূমিকা নিয়েছে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

তৃতীয় প্রভাবটি হল, সাধারণ নাগরিকদের সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করা। জন ধন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে মানুষ প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা ও অটল পেনশন যোজনার মতো সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির সুবিধা পাচ্ছেন। যখন প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা চালু করা হয়, তখন কী ঘটবে, এটি কীভাবে কাজ করবে, তা ভেবে অনেকে বিস্মিত হয়েছিলেন; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গরিবদের সহায়তাকারী প্রকল্পগুলিকে এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এটি আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে, যে ভিত্তি ক্রমশ প্রসারিত হতে থাকে। দেশের কিছু মানুষ সরকারি পেনশন পেয়ে থাকেন। অনেকের সামান্য অর্থের কথা ভাবুন, প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষ আগে পেতেন: সাত টাকা, ২০ টাকা, ১২৫ টাকা অথবা ২৫০ টাকা।



৩

প্রভাব

সামাজিক সুরক্ষা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অগ্রগতি



১

জন ধন অ্যাকাউন্টের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা এবং অটল পেনশন যোজনার মতো সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলিকে যুক্ত করা হয়েছিল।

২৭.৮+

কোটি প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনায় নথিভুক্ত।

- যে কোনও কারণে মৃত্যুর ক্ষেত্রে ২ লক্ষ টাকার জীবন বিমার কভারেজ।
- বার্ষিক প্রিমিয়াম ৪৩৬ টাকা, বিমার জন্য দৈনিক ব্যয় ১.২০ টাকারও কম।



৫৮.৭৮

কোটি প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনায় নথিভুক্ত।

- মৃত্যু বা স্থায়ী পঙ্গুত্বের ক্ষেত্রে ২ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা। এবং আংশিক পঙ্গুত্বের ক্ষেত্রে ১ লক্ষ টাকা।
- বার্ষিক প্রিমিয়াম ২০ টাকা (প্রায় এক কাপ চায়ের দামের সমান); ১৮-৭০ বছর বয়স পর্যন্ত এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যায়।



৯.২৯

কোটি গ্রাহক অটল পেনশন যোজনায় নাম নথিভুক্ত করেছেন।

- এটি সরকারি গ্যারান্টি যুক্ত প্রথম পেনশন প্রকল্প, মাসিক ১০০০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত পেনশনের নিশ্চয়তা।
- বয়স এবং পেনশনের পরিমাণ অনুযায়ী, বর্তমানে মাসে ৪২ টাকা থেকে ১,৪৫৪ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়।

২

মুদ্রা যোজনায় ঋণের সুবিধা ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগী, বিশেষত মহিলা ও গ্রামের নাগরিকদের স্বনিযুক্তির পথ খুলে দিয়েছে।



৫৯+

কোটি ঋণ প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনায় অনুমোদিত।

৪০.৭৬

লক্ষ কোটি টাকা শিল্পোদ্যোগীদের প্রদান করা হয়েছে।



৩

সঞ্চয়ের অভ্যাস আর্থিক শৃঙ্খলা এনেছে
এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সক্ষমতা বৃদ্ধি
করেছে।

প্রায় ৩.১০ লক্ষ কোটি টাকা

৫৮.৭০ কোটি জন ধন অ্যাকাউন্টে জমা
হয়েছে, ন্যূনতম ব্যালেন্সের প্রয়োজনীয়তা না
থাকা সত্ত্বেও।



৪

অসংগঠিত ক্ষেত্রে কোটি কোটি শ্রমিক
এবং তাঁদের পরিবার জীবন পেয়েছেন
এবং প্রথমবার দুর্ঘটনা বিমার আওতায়
আনা হয়েছে।

৩১.৬৫ +

কোটি অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক ই-শ্রম পোর্টালে
নথিভুক্ত হয়েছেন, যার ফলে একটি প্ল্যাটফর্ম
থেকেই বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা
পাচ্ছেন।

পিএমজেডিওয়াই অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের প্রধানমন্ত্রী
জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা
বিমা যোজনা এবং অটল পেনশন যোজনার মতো
সামাজিক সুরক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিমা প্রকল্পগুলিতে
নাম নথিভুক্তির জন্য উৎসাহিত করা হয় এবং অর্থ
প্রদানের বিভিন্ন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।



এছাড়া শুধুমাত্র পেনশন সংগ্রহের জন্য মাইলের পর মাইল
পাড়ি দিতে হত। কিন্তু এখন প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তর (ডিবিটি)
এই প্রক্রিয়াকে সহজ করে দিয়েছে। এই প্রথম অসংগঠিত
ক্ষেত্রের কোটি কোটি শ্রমিক এবং তাঁদের পরিবার জীবন এবং
দুর্ঘটনা বিমার আওতায় এসেছেন। শুধু তাই নয়, মুদ্রা যোজনা,
কিংবা অন্য প্রকল্প, যাই হোক না কেন, এই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট
স্ব-নিযুক্তির নতুন দিক খুলে দিয়েছে।

চতুর্থ প্রভাবটি হল, দেশের মহিলা জনসংখ্যা - ‘নারী শক্তি’র
- প্রকৃত ক্ষমতায়না। এই প্রথম তাঁদের আর্থ-সামাজিক মর্যাদা
প্রদান করা হয়েছে। আজ জন ধন অ্যাকাউন্টের ৫৬ শতাংশের
বেশি হল মহিলাদের অ্যাকাউন্ট। নিজেদের নামে ব্যাঙ্ক
অ্যাকাউন্ট থাকার ফলে মহিলারা স্ব-নির্ভরতার সুযোগ-সুবিধা
পাচ্ছেন এবং পরিবারের আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদের ভূমিকা
থাকছে।



8

প্রভাব

নারীর ক্ষমতায়ন ও

সামাজিক মর্যাদা

১

জন ধন অ্যাকাউন্টের প্রায় ৫৬%-এর অংশীদার হলেন মহিলারা, নারীর আর্থিক ক্ষমতায়নের পথে এক নির্ণায়ক পদক্ষেপের বার্তা।



২

নিজেদের নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকার ফলে স্বনির্ভর হওয়া এবং পরিবারের আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশীদার হওয়ার সুবিধা পাচ্ছেন।

৩২.৭২



কোটি জন ধন অ্যাকাউন্ট মহিলাদের নামে খোলা হয়েছে, ব্যাঙ্কে তাঁদের সঞ্চয়ের সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

৭৫%



বাড়ি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণের আওতায় মহিলাদের নামে বা যৌথ মালিকানায় অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, মহিলাদের অন্যান্য প্রকল্পে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে, আর্থিক সহায়তা বা ভর্তুকি সরাসরি তাঁদের নিজেদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাচ্ছে।



৩

প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তর প্রকল্পগুলির আর্থিক সহায়তা সরাসরি তাঁদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাওয়ার পথ সুগম করেছে। এর ফলে, তাঁদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মহিলা সুবিধাপ্রাপক



৬৮%

প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা
লোন যোজনায়

৪৪%

প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি
যোজনায়



১০+

কোটি গ্রামীণ মহিলা স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীগুলির (এসএইচজি) সঙ্গে যুক্ত এবং সরকারি সহায়তা পাচ্ছেন।



সুকন্যা সমৃদ্ধি
যোজনাতেও
অ্যাকাউন্টে অর্থ
জমা করা হয়।

8

কোভিড ১৯-এর সময় মহিলা অ্যাকাউন্ট
হোল্ডারদের তাৎক্ষণিক এককালীন ত্রাণের অর্থ
হস্তান্তর করা সম্ভব হয়েছিল।

৩০,৬০০

কোটি টাকা সহায়তা কোভিড ১৯-এর সময়
২০.৪০ কোটি মহিলার পিএমজেডিওয়াই
অ্যাকাউন্টে মাসিক ৫০০ টাকা করে পরপর
তিনটি কিস্তিতে প্রদান করা হয়েছিল।

১৪.১৭ +



কোটি এলপিজি সিলিন্ডার কোভিড ১৯-এর
সময় প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে
প্রায় ৮ কোটি সুবিধাপ্রাপককে প্রদান করা
হয়েছিল। এইসব সিলিন্ডারের ভর্তুকি হিসেবে
সুবিধাপ্রাপকদের সরাসরি (ডিবিটি) ৯,৬৭০
কোটি টাকা প্রদান করা হয়।

৫

বন্যা এবং খরার মতো
অন্যান্য বিপর্যয়ের
সময়ে জরুরি
নগদ অর্থ
হস্তান্তরের
ক্ষেত্রেও এটি
তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা
হয়ে উঠেছিল।



“

আমাদের নাগরিকদের ক্ষমতায়নের যাত্রায়
জন ধন যোজনা একটি মাইলফলকা এই
উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা লক্ষ লক্ষ মানুষকে
আর্থিক মূলস্রোতে নিয়ে এসেছি এবং
আমাদের বিকাশশীল অর্থনীতিতে প্রত্যেক
ভারতীয়ের যথার্থ স্থান সুনিশ্চিত করছে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

”

সঞ্চয়ের মানসিকতা এবং অভ্যাস প্রচলিত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার
ভিত্তি হয়ে উঠেছে। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সঞ্চয় নিরাপত্তার অনুভূতি
এনে দিয়েছে। এছাড়া কোভিড ১৯ অতিমারীর সময় জন ধন
ব্যবস্থা থাকায় কেন্দ্রীয় সরকার মহিলাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি
আর্থিক সহায়তা পাঠাতে সক্ষম হয়েছিল। এই অ্যাকাউন্ট না
থাকলে অতিমারীর সময় এ ধরনের সাহায্য পাঠানো কতটা কঠিন
ছিল, তা কল্পনা করুন। সংক্ষেপে বললে, জন ধন অ্যাকাউন্ট
বিপর্যয় বা সংকটের সময় সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি
গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠেছে।

পঞ্চম এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবটি হল, সবচেয়ে প্রত্যন্ত গ্রামগুলির
মানুষও প্রযুক্তিগতভাবে সশক্ত হয়ে উঠেছেন। ডিজিটাল
ইউপিআই লেনদেনের ক্ষেত্রে এই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি বিপ্লব
ত্বরান্বিত করেছে। রূপে কার্ড এবং মোবাইল ব্যাঙ্কিং গ্রামাঞ্চলেও
ডিজিটাল সাক্ষরতাকে জোরদার করেছে। ভারতের ইউপিআই
এখন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সহ এক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আত্মপ্রকাশ
করেছে।





প্রভাব

ডিজিটাল ভারত ও

প্রযুক্তিগত ক্ষমতায়ন

১

জন ধন অ্যাকাউন্ট ইউপিআই সহ ডিজিটাল লেনদেন বিপ্লবের ক্ষেত্রে ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে, ভারতকে আজ বিশ্বের সর্বোচ্চ সংখ্যক ডিজিটাল লেনদেনের দেশে পরিণত করেছে।



৫৫.৪৯

কোটি ইউপিআই
ব্যবহারকারী

৩১৪+

লক্ষ কোটি টাকার লেনদেন
ইউপিআই-এর মাধ্যমে
২০২৫-২৬ বর্ষে করা হয়েছে।

১০

দেশ

ভুটান, সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব
আমিরশাহি, ফ্রান্স, মরিশাস, শ্রীলঙ্কা,
নেপাল, কাতার, গ্রীস এবং
কম্বোডিয়া ইউপিআই ব্যবহার
করছে।

২

রুপে কার্ড এবং মোবাইল ব্যাঙ্কিং
গ্রামাঞ্চল এবং প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে
ডিজিটাল সাক্ষরতার প্রসার ঘটিয়েছে

৪০.৮৯

RuPay

কোটি রুপে ডেবিট
কার্ড জন ধন
অ্যাকাউন্ট গ্রাহকদের
প্রদান করা হয়েছে।

৬.৩৯

কোটি ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী
গ্রামীণ ডিজিটাল
সাক্ষরতা অভিযান
(পিএমজিডিআইএসএইচএ)-
এর আওতায় প্রশিক্ষণ
দেওয়া হয়েছে।

৩

জন ধন দর্শক অ্যাপ অনুযায়ী, ৫ কিলোমিটার
ব্যাসার্ধের মধ্যে ব্যাঙ্কিং আউটলেটের ব্যবস্থা।



২১.৬+

লক্ষ ব্যাঙ্কিং টাচ-
পয়েন্টস দেশ জুড়ে।



৬+

লক্ষ (অর্থাৎ ৯৯.৯২%) গ্রামে ৫ কিলোমিটার
ব্যাসার্ধের মধ্যে ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধা (ব্যাঙ্ক
শাখা, ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্ক কিংবা
ব্যাঙ্ক মিত্র)।



জাতীয় ও

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

১

বিশ্ব ব্যাংক ও গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস এটিকে বিশ্বের সর্ববৃহৎ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি অভিযান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

১৮,০,৯৬,১৩০

অ্যাকাউন্ট জন ধন যোজনায় এক সপ্তাহের (২৩-২৯ অগাস্ট, ২০১৪) মধ্যে খোলা হয়েছে; এই সাফল্য গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এ নথিভুক্ত হয়েছে।



২

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও এই প্রকল্প অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।



“

প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা গেম-চেঞ্জার হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এটি অসংখ্য দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচির ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে, কোটি কোটি মানুষের উপকার করেছে। প্রকল্পটি বহু পরিবারের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করেছে। প্রকল্পের সুবিধা প্রাপকদের মধ্যে বিপুল সংখ্যায় রয়েছেন মহিলা এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষ।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

”

জন ধন যোজনা বহুমুখী প্রভাবের এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আইএমএফ) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং আর্থিক পরিষেবার প্রসারে এই প্রকল্পের প্রশংসা করেছে। এই প্রকল্পটি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এর বিশেষ স্বীকৃতিও পেয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোগের ভিত্তি হিসেবে জন ধন যোজনা এখন বহু উন্নয়নশীল দেশের কাছে এক মডেল হয়ে উঠেছে।

মানুষের আন্দোলন, যা হয়ে উঠেছিল এক জীবনরেখা

১২ বছরের এই যাত্রায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে জন ধন যোজনা শুধুমাত্র একটি আর্থিক প্রকল্পের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে। এটি সামাজিক ন্যায়, স্বচ্ছ প্রশাসন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অগ্রগতির প্রতীক হয়ে উঠেছে। ভারতকে বৃহত্তর ব্যাপ্তি ব্যবস্থার আওতার বাইরে থাকা দেশ থেকে একটি পুরোপুরি ব্যাপ্তি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার এই যাত্রা কোটি কোটি নাগরিকের মর্যাদা সুরক্ষা ও স্বনির্ভরতার পথ মসৃণ করেছে। নিঃসন্দেহে সাফল্য এবং বহুমুখী প্রভাবের মাধ্যমে চালিত জন ধন যোজনা সুশাসন থেকে স্বনির্ভরতার যাত্রার পথ ধরে এক ‘নতুন ভারত’-এর আদর্শে পরিণত হয়ে ‘বিকশিত ভারত’-এর পথ মসৃণ করেছে। ●



জিন্দ থেকে প্রায় ১৪,৭০০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প চালু হল

রেল পরিবহণের ভবিষ্যৎ হাইড্রোজেন ট্রেন

পরিবেশবান্ধব গতিশীলতার দিকে ভারতের উল্লেখ্য অগ্রগতি হয়েছে। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ১,১৫৫ কিলোমিটার দীর্ঘ মেট্রো নেটওয়ার্ক, ২৩,০০০ ইলেকট্রিক বাস চালুর অনুমোদন কিংবা গ্রিনফিল্ড এক্সপ্রেসওয়ের সম্প্রসারিত নেটওয়ার্ক – সব ক্ষেত্রেই সবুজ পরিকাঠামোকে উল্লেখ্যভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৭ জুলাই হরিয়ানার জিন্দ এবং সোনিপতের মধ্যে ভারতের প্রথম দেশীয় হাইড্রোজেন ট্রেনের উদ্বোধন করেন। এটা শুধুই একটা ট্রেন নয়; এটা আত্মনির্ভর ভারত, সবুজ শক্তি এবং আধুনিক রেলওয়ের জন্য এক নতুন পরিচয় বহন করে...

রেল হোক বা সড়ক, সংযোগ প্রকল্পগুলি সুবিধা প্রদান করে এবং উন্নয়নের গতি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। এই কারণেই সরকার ক্রমাগত পরিবহণ ও সংযোগের ওপর মনোযোগ দিচ্ছে। হরিয়ানার জিন্দে দেশের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেনের ফ্ল্যাগ অফ করার সময় এবং বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে, এই হাইড্রোজেন ট্রেনটি অন্য ট্রেনগুলি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এর জন্য একটি পৃথক ব্যবস্থা এবং পৃথক পরিকাঠামো প্রয়োজন। এখানে জিন্দে, এর জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং অদূর ভবিষ্যতে, এখানে হাইড্রোজেন ট্রেনের জন্য আরও পরিকাঠামো তৈরি করা হবে। হাইড্রোজেন ট্রেন নেটওয়ার্কের চাহিদা মেটাতে নতুন কারখানা স্থাপন করা হবে। এই প্রকল্পের অর্থ হল, এই ট্রেনটি হরিয়ানার যুবকদের জন্য অনেক নতুন



ভারতের হাইড্রোজেন ট্রেনটি শুধু ধোঁয়াবিহীনই নয়, এটা মেক ইন ইন্ডিয়ার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও। এই হাইড্রোজেন ট্রেনটি ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা নকশা করা হয়েছে এবং এটা নির্মাণ করেছে একটি ভারতীয় সংস্থা।

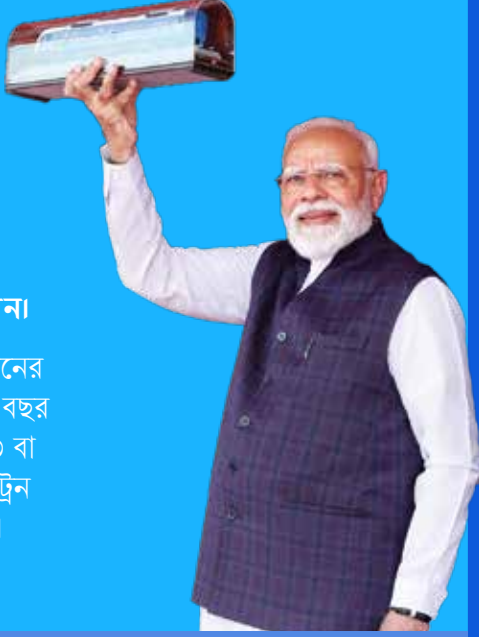
নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

সবচেয়ে শক্তিশালী
হাইড্রোজেন ট্রেন

৩,২০০

হর্সপাওয়ার – এটা বিশ্বের
দীর্ঘতম এবং সবচেয়ে
শক্তিশালী হাইড্রোজেন ট্রেন।

- বিশ্বব্যাপী হাইড্রোজেন ট্রেনের
আবির্ভাব ঘটেছে মাত্র ৭-৮ বছর
আগে এখন, বিশ্বের মাত্র ৩ বা
৪টি দেশের হাইড্রোজেন ট্রেন
চালানোর সক্ষমতা রয়েছে।



একুশ শতকের রেলপথের সংজ্ঞা

উনিশ শতকের রেলপথের সংজ্ঞা ছিল স্টিম ইঞ্জিন। বিংশ শতাব্দীর
সংজ্ঞা ছিল ডিজেল ও বৈদ্যুতিক ট্রেন এবং এখন, একুশ শতকের
রেলপথের সংজ্ঞা হচ্ছে হাইড্রোজেন-চালিত ট্রেন।

রেল নেটওয়ার্কের বিদ্যুতায়ন

১৯২৫ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে – প্রায় ৯০ বছরের ব্যবধানে -
দেশের রেল নেটওয়ার্কের মাত্র ৩০% বিদ্যুতায়িত হয়েছিল। তবে, গত
১২ বছরে ভারতের রেল নেটওয়ার্কের প্রায় ৯৯% বিদ্যুতায়িত হয়েছে।

পাঁচটি জাতীয় মহাসড়কের সঙ্গে সংযুক্ত জিন্দ

জিন্দ এখন পাঁচটি জাতীয় মহাসড়কের সঙ্গে সংযুক্ত একটি জেলায়
পরিণত হয়েছে। এই ধরনের সংযোগ স্থানীয় কৃষক এবং পশুপালকদের
জন্য তাদের উৎপাদিত পণ্য প্রধান বাজারগুলিতে পরিবহন করা আরও
সহজ এবং শাস্রয়ী করে তুলবে। এটা শিল্প এবং পর্যটনকে উৎসাহিত
করবে, যার ফলে সৃষ্টি হবে বহু নতুন কর্মসংস্থান।

প্রধানমন্ত্রী মোদী হরিয়ানাকে উন্নয়ন
প্রকল্প উপহার দিলেন

- জিন্দ এবং সোনিপতের মধ্যে চলাচলকারী
দেশের প্রথম হাইড্রোজেন চালিত ট্রেনের
যাত্রা শুরু করালেন।
- হরিয়ানায় ১২,৪৭০ কোটি টাকারও
বেশি মূল্যের জাতীয় মহাসড়ক প্রকল্পের
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন।
- প্রায় ৯,৬৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত
১৫৭.৯২ কিলোমিটার দীর্ঘ, চার-লেনের,
সম্পূর্ণ প্রবেশযোগ্য দিল্লি-অমৃতসর-কাটরা
এক্সপ্রেসওয়েটি জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ
করা হয়েছে।
- ৩৩.৮১ কিলোমিটার দীর্ঘ, চার-লেনের,
আংশিকভাবে প্রবেশ-নিয়ন্ত্রিত আম্বালা-
কালা আশ্ব মহাসড়ক (এনএইচ-৭ এবং
এনএইচ-৩৪৪) উদ্বোধন করলেন।
- ৪০.৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ জিন্দ-গোহানা
গ্রিনফিল্ড হাইওয়ে (এনএইচ-৩৫২এ-এর
ওপর) উদ্বোধন করলেন।
- হাঁসি-বারওয়ালী ব্রাউনফিল্ড হাইওয়ে
প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং
কুরুক্ষেত্রে উড়াল রেললাইনের উদ্বোধন
করেন।
- পন্ডিত নেকি রাম শর্মা গভর্নমেন্ট
মেডিক্যাল কলেজ (ভিওয়ানি) এবং মহর্ষি
চ্যবন মেডিক্যাল কলেজ ও রাও তুলা রাম
হাসপাতাল (কোরিয়াওয়াস, নারনৌল) সহ
প্রধান চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতির
উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন।
- কুরুক্ষেত্রে একটি শিখ জাদুঘরের ভিত্তিপ্রস্তর
স্থাপন করেন, যা এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক
পরিকাঠামোকে আরও সমৃদ্ধ করে।

কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। মুম্বাই ও থানের মধ্যে
ঐতিহাসিক প্রথম ট্রেন যাত্রার সঙ্গে হাইড্রোজেন ট্রেনের তুলনা
করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন যে, হাইড্রোজেন ট্রেনের
পাশাপাশি জিন্দও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উন্নত সবুজ পরিবহনের
প্রতীক হিসেবে ইতিহাসের পাতায় খোদিত হয়ে থাকবে। বহু
মহাসড়কের সঙ্গে সংযুক্ত হতে চলা জিন্দে এই পর্যায় থেকেই

তিনটি বড় প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। দিল্লি-অমৃতসর-কাটরা
এক্সপ্রেসওয়ের হরিয়ানা অংশের উদ্বোধন করা হয়েছে। জিন্দ-
গোহানা জাতীয় মহাসড়কটি জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা
হয়েছে। এছাড়াও, আম্বালা-কালা আশ্ব চার-লেনের সড়কটি
হরিয়ানা ও হিমাচল দুই রাজ্যের মানুষদের জন্য ব্যাপক সুবিধা
বয়ে আনবে। ●

৪-লেন থ্রীলফীল্ড রাজমার্গ
অম্বালা-চণ্ডীগড় থ্রীলফীল্ড
এমএফ-২০৪৫ জে পীআর-৭ উপদ
(লম্বাई: ১০.৩০ কি.মি. | লাগত: ₹ ১,৪৬৪ কটোড়)

কা গিলান্যাল
শ্রী নরেন্দ্র মোদী

প্রধানমন্ত্রী
কৈ কত-কলসী হুতা জঁপকন হুআ

গতিমান্য উপস্থিতি

শ্রী গুলাব চন্দ কটাদিয়া
প্রাক্তন, মিত্র ওয়ালিট চীফ

শ্রী মিতিল জয়রাম গাহকরী
কিটীং ইন্স, মুম্বাই ওয়ালিট চীফ

শ্রী জগত প্রকাশ নহা
কিটীং ওয়ালিট ওয়ালিট চীফ

শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব
কিটীং ইন্স, মুম্বাই ওয়ালিট চীফ

ডॉ. ধর্মवीर गांधी
জাতিং, পটীং

চণ্ডীগড়

হুজুয়া, ১৭ জুলাই



প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং স্বাস্থ্যসেবা

বিকশিত ভারতের এক শক্তিশালী ভিত্তি

চণ্ডীগড় শুধু একটা শহর নয়, এটা ভারতের উন্নয়নের একটা মডেল। এই অগ্রগতিতে নতুন গতি আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৭ জুলাই চণ্ডীগড়ে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং সড়ক পরিকাঠামোর মতো ক্ষেত্রগুলিকে অতর্ভুক্ত করে ৪,৭০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং জাতির উদ্দেশ্যে তা উৎসর্গ করেন। তিনি পাঞ্জাবের জলন্ধরেও এই উন্নয়ন উদ্যোগগুলি প্রসারিত করেছেন...

চণ্ডীগড় এমন একটা শহর যেখানে শিক্ষা, প্রকৌশল, চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং গবেষণা সম্পর্কিত প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলি সহাবস্থান করে। খুব কম শহরেই এমন সম্ভাবনা রয়েছে। ভবিষ্যতে, এই প্রতিষ্ঠানগুলি নতুন প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা, স্টার্টআপস এবং উদ্ভাবনের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। চণ্ডীগড়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধনে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে, ‘বিকশিত ভারত’-এর পথে যাত্রার জন্য আধুনিক মানসিকতার সঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি, পরিবহন এবং স্বাস্থ্যসেবার অগ্রগতি প্রয়োজন। এমন সিদ্ধান্ত নিতে হবে যা শুধু বর্তমান প্রজন্মকেই নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও উপকৃত করবে। আমাদের এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।



রোগের চিকিৎসার পাশাপাশি এখন প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবার ওপরও সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পোষণ অভিযান, মিশন ইন্ড্রনুশ, যোগ, এইচ.পি.ভি. টিকাদান, ইউ-উইন প্ল্যাটফর্মের মতো নানা গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের মাধ্যমে রক্ষা পাচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

প্রতিদিন সাফল্যের নতুন শিখরে পৌঁছানো

- ২০১৪ সাল থেকে দেশে ১৫টি নতুনএইমস (AIIMS) অনুমোদন পেয়েছে।
- বর্তমানে দেশে প্রায় ১.৭৫ লক্ষ আয়ুর্মান আরোগ্য মন্দির চালু রয়েছে।
- দেশে ৯০ শতাংশেরও বেশি প্রসব প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্বাবধানে হচ্ছে।



মাতৃমৃত্যুর
হার
৮৬%
কমেছে

- দেশে ৪৮ কোটিরও বেশি টেলিমেডিসিন পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
- দেশে যক্ষ্মা (টিবি) চিকিৎসার আওতা ৯০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ১০ বছরে টিবি সংক্রমণও ২১ শতাংশ কমেছে।

উন্নয়নের উপহার পেল চণ্ডীগড়

- স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং সড়ক পরিকাঠামো সম্পর্কিত ৪,৭০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।
- চণ্ডীগড়ের পিজিআইএমইআর-এ অ্যাডভান্সড মাদার অ্যান্ড চাইল্ড সেন্টার এবং অ্যাডভান্সড নিউরোসায়েন্স সেন্টারের উদ্বোধন।
- পিএম-এবিএইচআইএম প্রকল্পের আওতায় পিজিআইএমইআর-এ একটি অত্যাধুনিক, ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লকের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।
- চণ্ডীগড়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।
- আম্বালা-চণ্ডীগড় গ্রিনফিল্ড হাইওয়ে (এনএইচ-২০৫এ)-এর পিআর-৭ স্পারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

জলন্ধরের জন্য উন্নয়নমূলক উপহার

৫,৮৭০

কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে রেল ও সড়ক পরিকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

- অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে জলন্ধর ক্যান্টনমেন্ট সহ ৭৫টি পুনর্নির্মিত রেল স্টেশনের উদ্বোধন।
- কার্তোলি-আম্বালা রেল পরিষেবা এবং অমৃতসর (চেহারা)-বারাণসী রেল পরিষেবার সূচনা।



নাঙ্গাল বাঁধ-তালওয়ারা-মুকেরিয়ান নতুন
রেললাইন প্রকল্পের অধীনে প্রায়

৮৩০

কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত দৌলতপুর
চক-কার্তোলি নতুন রেললাইনের উদ্বোধন।

- পাঞ্জাবের সড়ক পরিকাঠামো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ৩,০৭০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের জাতীয় মহাসড়ক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।
- নতুন চার-লেনের দিল্লি-অমৃতসর-কাটরা এক্সপ্রেসওয়ের ৩০.৯ কিলোমিটার দীর্ঘ 'প্যাকেজ-৬'-এর উদ্বোধন।
- ২৫.২ কিলোমিটার দীর্ঘ, ছয়-লেনের গ্রিনফিল্ড সাউদার্ন লুথিয়ানা বাইপাস উন্নয়নের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

গত কয়েক বছরে চণ্ডীগড়ে আধুনিক প্রযুক্তিকে একীভূত করার জন্য স্মার্ট ট্র্যাফিক সিস্টেম, স্মার্ট পার্কিং এবং ডিজিটাল গভর্নেন্সের মতো বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে ২,৫০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী উল্লেখ করেন যে, আজ এখানে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং পরিকাঠামো সম্পর্কিত নতুন উন্নয়নমূলক কাজও চালু করা হচ্ছে।

বিকশিত গ্রাম

বিকশিত ভারতের এক মজবুত ভিত্তি

বিকশিত ভারতের গ্রামগুলিই হল বিকশিত ভারতের ভিত্তিপ্রস্তর। বিকশিত ভারত গড়ার পথচলা এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং এতে তরুণরা এক উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৬ জুলাই ‘প্রাণবন্ত গ্রাম কর্মসূচি’র অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, দেশের তরুণরা যখন তৃণমূল স্তরের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন তারা বিকশিত ভারতের স্বপ্নকে আরও প্রসারিত করে।

কয়েক বছর আগে ‘মেরা যুব ভারত’ (মাই ভারত) প্ল্যাটফর্মটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সারা দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী এতে যোগ দিয়েছেন এবং আজ, ‘মাই ভারত’-এর স্বেচ্ছাসেবকরা দেশজুড়ে প্রশংসনীয় কাজ করছেন। ‘বিকশিত ভারত ডায়লগ’ থেকে শুরু করে ‘ভাইব্রান্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম’ পর্যন্ত, যুবকরা তাদের সম্ভাবনার প্রমাণ দিয়েছেন। ‘ভাইব্রান্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম’-এর অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে, ভারতের যুবকরা সীমান্তের গ্রামগুলি সম্পর্কে যত বেশি জানবে, তত সহজে তারা ভারতকে বুঝতে পারবে। তারা দেশের প্রতিটি কোণার সঙ্গে অনায়াসে সংযোগ স্থাপন করতে পারবে এবং এই প্রচেষ্টা তাদের নতুন শক্তি জোগাবে।

“

আজকের যুবসমাজই উন্নত ভারতের চালিকাশক্তি এবং এর সর্বশ্রেষ্ঠ সুবিধাভোগী। তাই, যখন যুবশক্তি দেশের সমস্যা ও সমাধানের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হবে, তখন ভবিষ্যৎ নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল হবে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী





অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভার্চুয়াল আলাপচারিতা

৫,০০০

-এরও বেশি 'মাই ভারত'
স্বেচ্ছাসেবক দেশজুড়ে ২৪৫টি
জেলা থেকে এই অনুষ্ঠানে
ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

২.৩০

কোটিরও বেশি তরুণ-তরুণী 'মাই
ভারত' উদ্যোগের ফলে উপকৃত
হয়েছেন এবং দেশজুড়ে একটা
কুইজে ২.৮৬ লক্ষ যুব অংশগ্রহণ
করেন।

৪০৩

জন স্বেচ্ছাসেবককে নির্বাচিত করা হয়েছে
সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি পরিদর্শনের জন্য।

দেশের প্রথম গ্রামঃ ভারতের সীমান্ত গ্রামগুলি

'মাই ভারত'-এর মাধ্যমে
বাস্তবায়িত 'বিকশিত
প্রাণবন্ত গ্রাম কর্মসূচি'টি,
ভারতের সীমান্ত
গ্রামগুলিকে দেশের
“প্রথম গ্রাম” হিসেবে
স্বীকৃতি দেওয়া এবং
একটি উন্নত ভারতের
পথে যাওয়া তাদের সক্রিয়
অংশগ্রহণকারী করে
তোলার প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নকে
বাস্তবায়িত করার জন্য
তৈরি করা হয়েছে।

২ পর্যায়ে আয়োজিত

'বিকশিত ভাইব্রান্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম
২০২৬' ৪ জুন থেকে ৩০ জুন, ২০২৬
পর্যন্ত দুটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এটা
লাদাখ, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড
জুড়ে ৭৪টি 'ভাইব্রান্ট ভিলেজ' বা প্রাণবন্ত
গ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। প্রতিটি রাজ্য
এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বকারী
৪০০জনেরও বেশি তরুণ অংশগ্রহণকারীকে
একটি দেশব্যাপী অনলাইন কুইজ
প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচিত করা
হয়েছিল, যেখানে তিন লক্ষেরও বেশি যুবক
অংশগ্রহণ করেছিলেন।

কর্মসূচির অধীনে বিভিন্ন কার্যক্রম

'বিকশিত ভাইব্রান্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম ২০২৬'-এর অধীনে
অংশগ্রহণকারীরা স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসবাস করেছেন এবং
বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন, যেমন পরিচ্ছন্নতার অভিযান,
সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচার, যুব সম্মেলন,
সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি, বৃক্ষরোপণ অভিযান, 'মিনি পঞ্চায়েত'
মডেলের সিমুলেশন, স্থানীয় কারিগরদের সঙ্গে মতবিনিময় এবং
কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন। এই কর্মসূচি
অংশগ্রহণকারীদের ভারতের সীমান্ত অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক
প্রেক্ষাপট, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং উন্নয়নমূলক আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়েছে। এটা সম্প্রদায়গুলির অংশগ্রহণ, জাতীয়
ঐক্য এবং সীমান্তের গ্রামগুলির কৌশলগত তাৎপর্য সম্পর্কে
গভীরতর বোঝাপড়া তৈরিতেও সহায়তা করেছে।

সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতেও পর্যটনের প্রসার ঘটছে।
যে গ্রামগুলি একসময় জনশূন্য হয়ে পড়েছিল,
সেগুলি আবার কর্মচাঞ্চল্যে মুখরিত হচ্ছে। মেয়েরা
স্কুল-কলেজে যাচ্ছে। মানসম্মত শিক্ষা ও ভালো
উপার্জনের জন্য একটা অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা

হচ্ছে। এছাড়াও, ভাইব্রান্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম সীমান্তের
গ্রামগুলিতে এই উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করছে।
অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাস পুনর্ব্যক্ত
করেন যে, ভারতের যুবসমাজই একুশ শতকের
বিশ্বকে গড়ে তুলবে; এটাই তাদের প্রকৃত ভবিষ্যৎ। ●

ভারতের প্রথম বেসরকারি কক্ষপথগামী উৎক্ষেপণ যান

‘বিক্রম-১’-এর সফল উৎক্ষেপণ

লক্ষ লক্ষ ভারতীয়র দক্ষতা ও প্রতিভার জোরে দেশ বিশ্ব মহাকাশ ক্ষেত্রে নিজের একটা শক্তিশালী পরিচয় গড়ে তুলেছে। এর পিছনের একটা প্রধান কারণ হল মহাকাশ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের আনা উল্লেখ্য পরিবর্তনা। সরকারের প্রগতিশীল নীতির জন্যই আজকের তরুণ প্রজন্ম, বেসরকারি সংস্থা এবং স্টার্টআপগুলি বিপুল সুযোগ পাচ্ছে। এর একটা উজ্জ্বল উদাহরণ হল ভারতের প্রথম বেসরকারি রকেট ‘বিক্রম-১’-এর সফল উৎক্ষেপণ। এটা এই সাক্ষ্য দেয় যে, ভারত বিশ্ব মহাকাশ অর্থনীতিতে দ্রুত একটি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে।

‘বিক্রম-১’-এর সফল উৎক্ষেপণ শুধুমাত্র একটি অভিযানের সাফল্যের চেয়েও বেশি কিছু নির্দেশ করে; এটা ভারতীয় উদ্ভাবন, সাহসী নীতি সংস্কার এবং শক্তিশালী সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতার বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি নতুন যুগের সূচনা করে। মহাকাশ বিভাগের প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেছেন যে এই অভিযান আন্তর্জাতিক মহাকাশ ক্ষেত্রে একটি বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য এবং প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত অংশীদার হিসেবে ভারতের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করে।



বিক্রম-১ উৎক্ষেপণের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি
দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন

জাতীয় মহাকাশ দিবস ভারতের তরুণদের জন্য উত্তেজনা ও অনুপ্রেরণার এক উপলক্ষ এবং জাতির জন্য গর্বের উৎস হয়ে উঠেছে

ভবিষ্যৎ বাণিজ্যিক অরবিটাল উৎক্ষেপণ পরিষেবার একটি শক্তিশালী ভিত্তি

বিক্রম-১ হল দেশের প্রথম বেসরকারিভাবে নির্মিত অরবিটাল উৎক্ষেপণ যান। এটা নিম্ন কক্ষপথে (LEO) ৩৫০ কেজি পর্যন্ত পেলোড পৌঁছে দিতে সক্ষম। প্রায় ২২ মিটার লম্বা এই উৎক্ষেপণ যানটিতে বেশ কিছু দেশীয় প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন ভারতের প্রথম সম্পূর্ণ কার্বন-কম্পোজিট অরবিটাল রকেট, এর অরবিটাল অ্যাডজাস্টমেন্ট মডেউলকে শক্তিপ্রদানকারী একটি ১০০% থ্রিডি-প্রিন্টেড লিকুইড ইঞ্জিন, একটি উন্নত আল্ট্রা-লো-শক নিউম্যাটিক সেপারেশন সিস্টেম এবং দেশের অন্যতম দীর্ঘতম মনোলিথিক কার্বন-কম্পোজিট রকেট স্টেজ। এই সফল অভিযানটি গুরুত্বপূর্ণ প্রপালশন, অ্যাভিওনিক্স, টেলিমেট্রি, নেভিগেশন এবং ফ্লাইট-কন্ট্রোল সিস্টেমগুলিকে বৈধতা দিয়েছে, যার ফলে ভারতে ভবিষ্যৎ বাণিজ্যিক অরবিটাল উৎক্ষেপণ পরিষেবার জন্য একটি মজবুত ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে।



মহাকাশ ইকোসিস্টেমে এক রূপান্তর

২০২০ সালে প্রবর্তিত যুগান্তকারী সংস্কারগুলির পর থেকে ভারতের মহাকাশ ইকোসিস্টেমে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে। যেখানে মাত্র কয়েক বছর আগেও বেসরকারি উৎক্ষেপণ ইকোসিস্টেম বলতে গেলে ছিলই না, সেখানে আজ ভারতে ৪০০-র বেশি স্পেস স্টার্টআপ রয়েছে। বিক্রম-১-এর নেপথ্যের স্টার্টআপ স্কাইরুট দেশের প্রথম স্পেস ইউনিকর্নও বটে।



৯ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ভারতীয় মহাকাশ অর্থনীতি

88+

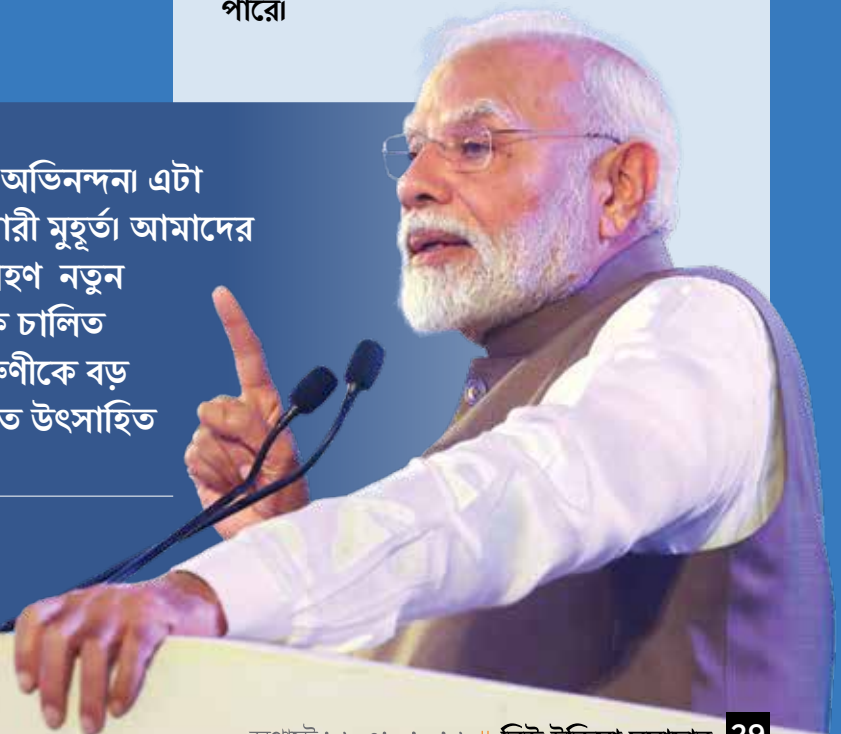
বিলিয়ন ডলার হল আগামী দশকে মহাকাশ অর্থনীতির জন্য জাতীয় লক্ষ্য

বিক্রম-১-এর সাফল্য দেখিয়ে দেয় যে, নীতি সংস্কার কীভাবে উদ্ভাবনকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

“

বিক্রম-১-এর সফল উৎক্ষেপণের জন্য অভিনন্দনা। এটা ভারতের মহাকাশ যাত্রার এক যুগান্তকারী মুহূর্ত। আমাদের বেসরকারি ক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে এবং উদ্ভাবনকে চালিত করেছে। এই সাফল্য অগণিত তরুণ-তরুণীকে বড় স্বপ্ন দেখতে এবং নির্ভয়ে উদ্ভাবন করতে উৎসাহিত করবে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী





দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অংশীদার...

ক্রীড়ার শক্তি

ভারতে আগস্ট মাসটি ক্রীড়া উদযাপনের মাসে পরিণত হয়েছে। দেশ ২৯ আগস্ট জাতীয় ক্রীড়া দিবস পালন করে, যা ফিট ইন্ডিয়া অভিযানের সপ্তম বার্ষিকীও বটো ফিট ইন্ডিয়া অভিযান সারা দেশে স্বাস্থ্য ও ফিটনেস বিষয়ে সচেতনতা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করেছে। এই কারণেই কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় ক্রীড়া নীতি ২০২৫: দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য খেলাধুলার শক্তিকে কাজে লাগানোর একটি রূপকল্প –এর পাঁচটি স্তরের ওপর ভিত্তি করে ক্রীড়া পরিমণ্ডলকে শক্তিশালী করছে...

কিং বদন্তী হকি খেলোয়ার মেজর ধ্যান চাঁদের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভারত প্রতি বছর ২৯ আগস্ট জাতীয় ক্রীড়া দিবস পালন করে। ২০৩৬ সালের মধ্যে শীর্ষ ১০টি ক্রীড়া শক্তিসম্পন্ন দেশ এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে শীর্ষ ৫টি দেশের একটি হওয়ার লক্ষ্যে যখন দেশ ক্রীড়াবিদ তৈরি করছে, তখন নাগরিকদের সুস্থতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে একটি প্রধান অগ্রাধিকার হিসেবেই রয়েছে। ২০১৯ সালে ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট চালু করা হয়েছিল। এরপর থেকে এটা দেশজুড়ে এক ব্যাপক সুস্থতা বিপ্লবে পরিণত হয়েছে। ২০২৫ সাল নাগাদ, ফিট ইন্ডিয়া অভিযানের অধীনে খেলাধুলা ও

সুস্থতার এই দেশব্যাপী উদযাপনে ৩৫ কোটিরও বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৫ সালের ১০ জুলাই ‘খেলা ভারত নীতি-২০২৫’ চালু করেছে। এই নতুন নীতিটি ২০০১ সালের জাতীয় ক্রীড়া নীতির জায়গায় এসেছে। এই নীতির অধীনে একটি দূরদর্শী পঞ্চস্তরের কাঠামোর ওপর কাজ শুরু হয়েছে, যার লক্ষ্য ভারতকে একটি গ্লোবাল স্পোর্টিং সুপারপাওয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এবং ২০৩৬ সালের অলিম্পিক গেম সহ আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলিতে শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করা। এই নীতি একটি স্বাস্থ্যকর, আরও সম্পৃক্ত এবং ক্ষমতায়িত নাগরিক সমাজ গড়ে তুলবে।

স্তম্ভ-১

আন্তর্জাতিক মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব

এই স্তম্ভের অধীনে খেলো ইন্ডিয়া জাতীয় ক্রীড়া উন্নয়ন কর্মসূচি, জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনগুলিকে সহায়তা, জাতীয় ক্রীড়া উন্নয়ন তহবিল এবং জাতীয় ক্রীড়া বিজ্ঞান ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মতো উদ্যোগগুলি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।



২৮,২৩৪

সারা দেশে ১,০৬৬টি
বিজ্ঞাপিত খেলো
ইন্ডিয়া কেন্দ্রে
ক্রীড়াবিদরা তৃণমূল
স্তরের প্রশিক্ষণ
পাচ্ছেন।

১২,০০০

২৩টি ন্যাশনাল সেন্টার
অফ এক্সেলেন্স এবং
৫০টিরও বেশি হাই-
পারফরম্যান্স ট্রেনিং
সেন্টারের মাধ্যমে
ক্রীড়াবিদদের সহায়তা
করা হচ্ছে।

৩৫

খেলো ইন্ডিয়া সেট
সেন্টার অফ এক্সেলেন্স
৩৪টি রাজ্য জুড়ে ২,৪৬৬
জন ক্রীড়াবিদকে হাই-
পারফরম্যান্স সহায়তা
প্রদান করছে।

৬.২৮

লাখ টাকা প্রশিক্ষণের
ব্যাপক সহায়তার অংশ
হিসেবে প্রত্যেক খেলো
ইন্ডিয়া ক্রীড়াবিদকে
বার্ষিক তহবিল প্রদান
করা হচ্ছে।

ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে জাতীয় ক্রীড়া
বিজ্ঞান ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা
হয়েছে।



স্তম্ভ - ২

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্রীড়া

জাতীয় ক্রীড়া নীতি, ২০২৫, ক্রীড়ার অর্থনৈতিক সম্ভাবনার ওপর জোর দেয়া ভারতে বড় বড়
আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের উদ্যোগের পাশাপাশি, ক্রীড়া সামগ্রী উৎপাদন
ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার প্রচেষ্টা চলছে।

৩২২ টি

খেলো ইন্ডিয়া-স্বীকৃত
অ্যাকাডেমি (বেসরকারি
প্রতিষ্ঠান সহ) শীর্ষ-
স্তরের প্রতিভা লালন
করার জন্য সনদপ্রাপ্ত
হয়েছে।

ভারত ২০৩০ সালের
যুব অলিম্পিক গেমস
এবং ২০৩৬ সালের
অলিম্পিক গেমস
আয়োজনের জন্য
বিড করেছে ভারত
আজ পর্যন্ত অলিম্পিক
আয়োজন করেনি।

ভারত ২০২৫ সালে নয়াদিল্লিতে প্রথম
খো-খো বিশ্বকাপ আয়োজন করে এবং
পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগেই শিরোপা
জেতে।

ভারত ২০২৫ সালে দ্বাদশ বিশ্ব প্যারা
অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করে
এবং ৬টি স্বর্ণপদক সহ ২২টি পদক জিতে
সর্বকালের সেরা পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে।

- ভবিষ্যতে অলিম্পিক ও
প্যারালিম্পিক গেমস আয়োজনের
আকাঙ্ক্ষা মাথায় রেখে ভারত
অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে একটি ক্রীড়া
সহযোগিতা রোডম্যাপ তৈরির কাজ
শুরু করেছে।

- ২০২৬-২৭ সালের বাজেটে ৫০০ কোটি টাকার একটি ক্রীড়া
সরঞ্জাম উৎপাদন উদ্যোগ চালু করা হয়েছে। এটা ক্রীড়াকে
কর্মসংস্থান, দক্ষতা উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক
প্রবৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ
চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা
করে।



স্তম্ভ - ৩

সামাজিক উন্নয়নে ক্রীড়া

কেন্দ্রীয় সরকার নারী, আদিবাসী সম্প্রদায় এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে; দেশীয় ও ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়াকে উৎসাহিত করতে; এবং ক্রীড়াকে একটি সম্ভাবনাময় পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে কাজ করছে।

২,৬০০+

অস্মিতা লীগ (মহিলাদের লীগ) আয়োজন করা হয়েছে খেলো ইন্ডিয়া অধীনে, যেখানে ৩৪টি ক্রীড়া বিভাগে ৩ লক্ষেরও বেশি মহিলা ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করেছেন।

গত পাঁচ বছরে, তিনটি দেশীয় খেলা – যোগাসন, খো-খো এবং কাবাডি – জাতীয় স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মল্লখাম্ব, থাং-টা, কালারিপায়াত্তু, গাটকা এবং যোগাসন খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমস এবং খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমসের একাধিক সংস্করণে স্থান পেয়েছে।

২০২৬-২৭

সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষিত খেলো ইন্ডিয়া মিশন দেশের ক্রীড়া পরিমণ্ডলে একটি বড় পরিবর্তন আনবে।



স্তম্ভ - ৪

গণ আন্দোলন হিসেবে ক্রীড়া

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দেশব্যাপী প্রচার অভিযান এবং সম্প্রদায়-ভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে ক্রীড়ায় জনসাধারণের অংশগ্রহণ এবং ফিটনেস সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করার প্রচেষ্টা জোরদার হয়েছে। সকলের জন্য ক্রীড়া সুবিধার প্রবেশাধিকারকে সক্রিয়ভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

- লোকসভা কেন্দ্র পর্যায়ে সংসদ খেল মহোৎসব আয়োজন করা হচ্ছে।
- ‘ফিট ইন্ডিয়া’ অভিযানের অধীনে ৪.৪০ লক্ষেরও বেশি স্কুল নিবন্ধিত হয়েছে।
- ফিট ইন্ডিয়া অভিযানের অধীনে সারা বছর ধরে ‘সানডে অন সাইকেল’, ‘ফিট ইন্ডিয়া স্বচ্ছতা ফ্রিডম রান’, এবং ‘ফিট ইন্ডিয়া কার্নিভাল’-এর মতো অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- ফিট ইন্ডিয়া মোবাইল অ্যাপ, যা ফিটনেসের বিভিন্ন মাপকাঠি ট্র্যাক করে, ১৩ লক্ষেরও বেশিবার ডাউনলোড হয়েছে।



স্তম্ভ - ৫

শিক্ষার সঙ্গে সুসংহতকরণ (এনইপি ২০২০)

জাতীয় ক্রীড়া নীতি শৈশব থেকেই শারীরিক সাক্ষরতার ওপর জোর দেয়। এটা জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) ২০২০-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা আজীবন সুস্থতা ও কল্যাণ বিকাশের জন্য খেলাধুলাকে একটি অবিচ্ছেদ্য বিষয় হিসেবে গণ্য করে।

- এনইপি ২০২০-এর অধীনে, খেলাধুলা এবং শারীরিক শিক্ষাকে শিক্ষা ব্যবস্থার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এখন খেলাধুলা এবং পড়াশোনা দুই ক্ষেত্রেই উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ পাবে।
- ক্রীড়াবিদ এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষায়িত পাঠ্যক্রম তৈরি করা হচ্ছে।
- প্রথমবারের মতো, আইআইটি-র মতো মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে স্পোর্টস কোর্স ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।



জাতীয় ক্রীড়া নীতি বাস্তবায়নের কাঠামো

কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ও ক্রীড়াবিদ-কেন্দ্রিক শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। জাতীয় ক্রীড়া শাসন আইন, ২০২৫ বিজ্ঞাপিত হওয়ার পর, অতিরিক্ত প্রশাসনিক সংস্কার এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকারী আইনও বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে।

‘এক খেলা-এক কর্পোরেট’ নীতি ঘোষণা করা হয়েছে, যার লক্ষ্য হল ফেডারেশনগুলির সমর্থন কাজে লাগানো এবং ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা আকর্ষণ করা।

এই ক্রীড়া আইন ও প্রবিধানগুলির উদ্দেশ্য হল অলিম্পিক ও ক্রীড়া আন্দোলনের অন্তর্নিহিত সুশাসন, নৈতিকতা এবং ন্যায্য খেলার নীতির ওপর ভিত্তি করে একটি ব্যাপক বিধিবদ্ধ কাঠামোর মাধ্যমে জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনগুলির মধ্যে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং সুশাসন নিশ্চিত করা।

রাজ্যগুলির জন্য একটি মডেল ক্রীড়া নীতি রয়েছে, যা তাদেরকে জাতীয় স্বার্থ মাথায় রেখে রাজ্য ক্রীড়া নীতি প্রণয়নে উৎসাহিত করবে।



ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা দেশের গৌরব বাড়াচ্ছেন

■ ভারত রেকর্ড ষষ্ঠবারের মতো আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ পুরুষ ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৬ শিরোপা জিতেছে।

■ ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল প্রথমবারের মতো আইসিসি মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৫ জিতেছে।

ভারতীয় শাটলার পিভি সিন্ধু জাপান ওপেন ২০২৬ শিরোপা জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। সিন্ধু হলেন এই শিরোপা জেতা প্রথম ভারতীয় খেলোয়ারা।

■ ভারত ২০২৫ খো-খো বিশ্বকাপে পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগে স্বর্ণপদক জিতেছে।

■ আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৫ জিতেছে।

■ ভারতীয় দল সেপাক টাকরো বিশ্বকাপ ২০২৫-এ ৭টি পদক জিতেছে।

■ ভারতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মহিলা ক্রিকেট দল পুরো সিরিজে অপরাজিত থেকে উদ্বোধনী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মহিলা টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৫ জিতেছে।

ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের জন্য এক ঐতিহাসিক অর্জন! জাপান ওপেন ২০২৬-এ বিজয়ের জন্য পিভি সিন্ধুকে অভিনন্দনা। পুরো টুর্নামেন্ট জুড়েই তাঁর দৃঢ় সংকল্প এবং অসাধারণ দক্ষতা সুস্পষ্ট ছিল। এই অর্জনটি আরও বিশেষ, কারণ তিনিই প্রথম ভারতীয় খেলোয়াড় যিনি এই শিরোপা জিতেছেন। এটা সারা দেশের অগণিত তরুণ খেলোয়াড়কে এই খেলাটা গ্রহণ করতে এবং সাফল্য অর্জন করতে অনুপ্রাণিত করবে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী



কমনওয়েলথ গেমসে দেশের জন্য গৌরব বয়ে আনলেন ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা

পদক তালিকা



স্বর্ণ

১৩



রৌপ্য

১৭



ব্রোঞ্জ

৯

মোট

৩৯

১৩টি স্বর্ণ সহ মোট ৩৯টি পদক জিতলো ভারত

স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত ২০২৬ সালে কমনওয়েলথ গেমসে দর্শনীয় পারফরম্যান্সের মাধ্যমে ভারত ১৩টি স্বর্ণ ও ১৭টি রৌপ্য সহ মোট ৩৯টি পদক জিতেছে। এই পারফরম্যান্সের জোরে ভারত পদক তালিকায় চতুর্থ স্থান নিশ্চিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের সাফল্যে গর্ব প্রকাশ করেছেন এবং ভারত এখন ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমসের শতবার্ষিকী সংস্করণ আয়োজনের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে...

র‍্যাঙ্ক	দেশ	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট পদক
১.	অস্ট্রেলিয়া	৭০	৪৫	৫৬	১৭১
২.	ইংল্যান্ড	২৯	৪৫	৩৬	১১০
৩.	কানাডা	১৯	২০	২৩	৬২
৪.	ভারত	১৩	১৭	৯	৩৯
৫.	স্কটল্যান্ড	১৩	০৯	১৭	৩৯





২০২৬ কমনওয়েলথ গেমসের জমকালো সমাপ্তি

স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত ২০২৬ কমনওয়েলথ গেমসের জমকালো সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং আহমেদাবাদে ২০৩০ সালের গেমস আয়োজনের সংকল্প তুলে ধরা হয়। ভারতের এক প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা দর্শকদের মুগ্ধ করে এবং এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কমনওয়েলথ গেমসের পরবর্তী অধ্যায়ের আয়োজক হিসেবে আহমেদাবাদের যাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

‘বন্দে মাতরম’, ‘শিব স্তোত্র’ এবং ‘শুনো গউর সে দুনিয়া ওয়ালো’-এর হৃদয়স্পর্শী সুর যখন পুরো অঙ্গন জুড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, তখন ভারতীয় সমর্থকেরা তেরঙ্গা পতাকা ওড়াতে ওড়াতে উৎসাহের সঙ্গে উল্লাস করছিলেন। বিরাট সংখ্যক আন্তর্জাতিক দর্শকও ভারতীয় সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী উপভোগ করেন। এই অনুষ্ঠানে গ্লাসগো থেকে আহমেদাবাদে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের দায়িত্বের এক আবেগময় ও প্রতীকী হস্তান্তর সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠান চলাকালীন, গুজরাটের উপমুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সাংঘভির হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে কমনওয়েলথ গেমসের পতাকা তুলে দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে আহমেদাবাদ আনুষ্ঠানিকভাবে ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই আয়োজনের ইতিহাসে ২০৩০ সালের গেমসটি এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে, কারণ এটা হবে শতবর্ষী সংস্করণ, যা গেমস শুরু হওয়ার ১০০ বছর পূর্তি উদযাপন করবে। অস্ট্রেলিয়ার পর - ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় দেশ হতে চলেছে - যারা দু’বার কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করবে।



গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে আমাদের দলের পারফরম্যান্সে আমি গর্বিত। এটা খুবই আনন্দের বিষয় যে ভারত ১৩টি স্বর্ণপদকসহ মোট ৩৯টি পদক জিতেছে। পুরো গেমস জুড়ে আমাদের প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদরা অসাধারণ দক্ষতা, দৃঢ় সংকল্প এবং নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের কঠোর পরিশ্রম আমাদের তরুণদের অনুপ্রাণিত করবে। ভারতীয় দলের ভবিষ্যৎ প্রচেষ্টার জন্য আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

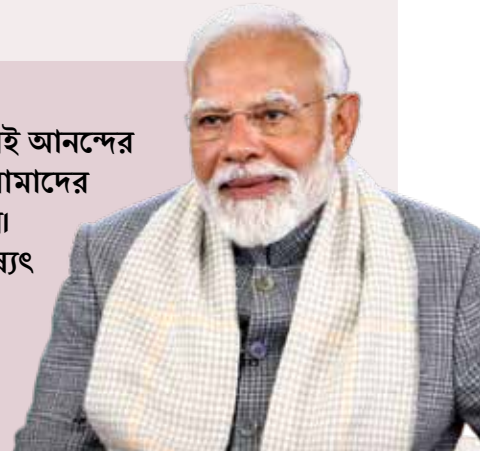
পরবর্তী কমনওয়েলথ গেমস ২০৩০
সালে ভারতের আহমেদাবাদে
অনুষ্ঠিত হবে।

বক্সিংয়ে ভারতের সবচেয়ে নজরকাড়া সাফল্য

ভারতীয় বক্সাররা ৭টি স্বর্ণ ও ৩টি রৌপ্যসহ মোট ১০টি পদক জিতেছেন। এটা কমনওয়েলথ গেমসের ইতিহাসে ভারতের সবচেয়ে সফল বক্সিং অভিযান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ভারত ভারোত্তোলন, জুডো এবং বক্সিংয়ে যেমন শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছে, তেমনি প্যারা-স্পোর্টস ইভেন্টেও দেশটি অসাধারণ পারফরম্যান্স প্রদর্শন করেছে।

পদক জয় ও দেশের জন্য গৌরব বয়ে আনা

গ্লাসগো ২০২৬ কমনওয়েলথ গেমস সীমিত সংখ্যক ক্রীড়া তালিকা নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে এমন অনেক বিভাগ বাদ দেওয়া হয়েছিল যেগুলিতে ভারত ঐতিহ্যগতভাবে পারদর্শী। তা সত্ত্বেও, টিম ইন্ডিয়া ৩৯টি পদক জিতে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে – যা বার্মিংহাম ২০২২ গেমসে একই বিভাগগুলিতে জেতা ৩০টি পদককে ছাড়িয়ে গেছে। ভারতীয় ক্রীড়ার ক্রমবর্ধমান গভীরতা এবং দেশের শক্তিশালী বৈশ্বিক উপস্থিতি আজ সুস্পষ্ট, যা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্ব, ক্রীড়ার প্রতি তাঁর অঙ্গীকার এবং ক্রীড়াবিদদের প্রতি তাঁর নিরন্তর উৎসাহ প্রদানের ফল।





২০২৪ সালের ৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ঘোষণা করা হল

‘আর্টিকেল 370’ জিতলো শ্রেষ্ঠ কাহিনী চিত্র পুরস্কার

২০২৪ সালের ৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের বিজয়ীদের নাম ১৮ জুলাই ঘোষণা করা হয়েছে। ‘আর্টিকেল 370’ শ্রেষ্ঠ কাহিনী চিত্রের পুরস্কার পেয়েছে, অন্যদিকে ‘ভাঙ্গার’ শ্রেষ্ঠ নন-ফিচার ফিল্ম এবং ‘রাম-নামী’ শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্রের পুরস্কার জিতেছে...

২০২৪ সালের ৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ঘোষণার সময়, কার্তিক আরিয়ান এবং মামুটি যথাক্রমে ‘চান্দু চ্যাম্পিয়ন’ এবং ‘ব্রহ্মযুগম’ ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতা (প্রধান চরিত্র) হিসেবে নির্বাচিত হন, অন্যদিকে ইয়ামি গৌতম ‘আর্টিকেল 370’ ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী (প্রধান চরিত্র) পুরস্কারে ভূষিত হন। রণদীপ হুডা ‘স্বতন্ত্র্য বীর সাভারকর’ ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ নবাগত পরিচালকের পুরস্কার জিতেছেন এবং ‘কঙ্কি 2898 এডি’, ‘আমরণ’, ‘পুষ্পাঃ দ্য রুল পাট-02’, ‘ভুল ভুলাইয়া 3’, এবং ‘স্ত্রী 2’-এর মতো ব্লকবাস্টার ছবিগুলিও প্রধান পুরস্কারগুলি অর্জন করে, যা ভারতীয় সিনেমার বৈচিত্র্য এবং অসাধারণ গুণমানকে প্রতিফলিত করে।

পুরস্কারগুলি ঘোষণা করেন জয়রাজ (চেয়ারপার্সন, ফিচার ফিল্ম জুরি), অসীম সিনহা (চেয়ারপার্সন, নন-ফিচার ফিল্ম জুরি), এবং এ. চন্দ্রশেখর (চেয়ারপার্সন, সেরা চলচ্চিত্র বিষয়ক লেখা জুরি)। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সম্মান। ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক দ্বারা আয়োজিত এই বার্ষিক অনুষ্ঠানটি ভারতীয় চলচ্চিত্রের বৈচিত্র্য, শৈল্পিকতা এবং সামাজিক প্রাসঙ্গিকতাকে উদযাপন করে।

ইয়ামি গৌতম শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী
পুরস্কার জিতেছেন

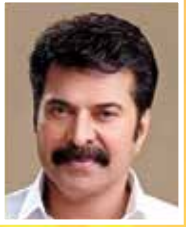


‘আর্টিকেল 370’ শ্রেষ্ঠ
পূর্ণদৈর্ঘ্য
চলচ্চিত্রের
পুরস্কার
জিতেছে।

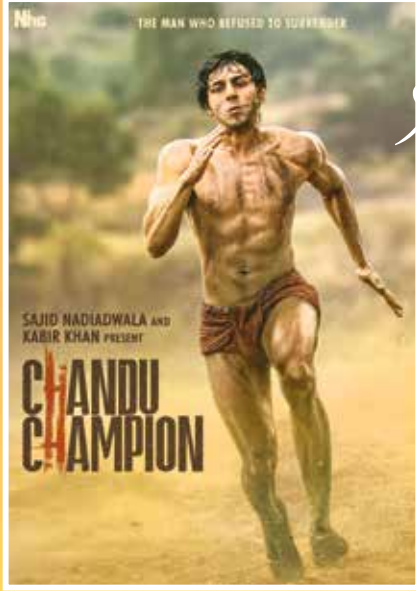
কার্তিক আরিয়ান এবং মামুটি 'চান্দু চ্যাম্পিয়ন' ও 'ব্রহ্মযুগম' - এর জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার জিতেছেন



কার্তিক আরিয়ান



মামুটি



'স্বতন্ত্র্য বীর সাভারকর' ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ নবাগত পরিচালকের পুরস্কার জিতেছেন রণদীপ হুডা



'ভাঙ্গার' শ্রেষ্ঠ নন-ফিচার ফিল্মের পুরস্কার জিতেছে



শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্রের পুরস্কার জিতেছে 'রাম-নামী'



ব্লকবাস্টার ছবি 'কঙ্কি 2898 এডি', 'পুষ্পাঃ দ্য রুল পার্ট 02', 'স্ত্রী 2' এবং 'আমরণ' জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে প্রাধান্য বিস্তার করেছে ●

আত্মসমর্পণের পরিবর্তে তিনি বেছে নিয়েছিলেন আত্ম-বলিদানকে

ব্রিটিশ অপশাসনকে প্রতিরোধ করতে এবং দেশকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে যাঁরা সংগ্রাম করেছিলেন, অবন্তীবাঈ লোধি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে রানী অবন্তীবাঈ শুধু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই পালন করেননি, তিনি সুপ্রশাসনের অনন্য নজির গড়েছেন, একইসঙ্গে নিজের জীবন উৎসর্গ করে মাতৃভূমির সম্মান রক্ষার্থে তাঁর অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর জীবন কাহিনী জাতিকে আজীবন গর্বিত করবে।

জন্ম : ১৬ অগাস্ট, ১৮৩১। মৃত্যু : ২০ মার্চ, ১৮৫৮



অবন্তীবাঈ মধ্যপ্রদেশের সেওনিতে ১৮৩১ সালে ১৬ অগাস্ট জন্মগ্রহণ করেন। দেশ তাঁর জন্য গর্বিত। তাঁর বাবা জুব্বার সিং তাঁকে অসিচালনা, তীরন্দাজিতে লক্ষ্যভেদ এবং ঘোড়ায় চড়া ছোটবেলা থেকে শিখিয়েছেন। রাজকন্যা পরবর্তীতে রামগড়ের রাজা লক্ষ্মণ সিং লোধীর পুত্র যুবরাজ বিক্রমাদিত্যকে বিবাহ করেন। রাজা অসুস্থ থাকায় এবং তাঁর উত্তরসূরীরা নাবালক হওয়ায় রানী রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই সময় তিনি নিজেকে যোগ্য প্রশাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ব্রিটিশরা তৎকালীন সময়ে দেশের রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলিকে যেন তেন প্রকারেণ তাঁদের সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছিল। ‘স্বত্ববিলোপ নীতি’ অনুসারে ব্রিটিশরা রামগড় দখলের জন্য একজন ‘কোর্ট অফ ওয়ার্ডস’ নিয়োগ করে। রানী অবন্তীবাঈ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি বিদ্রোহের নিদর্শন হিসেবে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির রাজা এবং জমিদারদের হাতের বালা সহ চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তাঁর চিঠিতে লেখা ছিল: “ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রস্তুত হন, অথবা হাতে চুড়ি পড়ে বাড়িতে বসে থাকুন।” ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য তিনি যুব সম্প্রদায়কে যেভাবে সংগঠিত করেছিলেন, তার মধ্য দিয়ে তাঁর নেতৃত্বদানের ব্যতিক্রমী চরিত্র ফুটে ওঠে।

খৈরির যুদ্ধে তিনি ব্রিটিশ কমান্ডার ওয়াডিংটনকে পিছু হঠতে বাধ্য করেন। তাঁর কৌশলগত দক্ষতার কারণে নিজের রাজ্যকে তিনি ব্রিটিশ দখলদারদের থেকে মুক্ত করেন। তাঁর শৌর্য ও পরাক্রম প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে রানী আশেপাশের বহু অঞ্চলকেও

“

সাহস, আত্মত্যাগ এবং দেশপ্রেমের অনন্য উদাহরণ বীর যোদ্ধা রানী অবন্তীবাঈয়ের জীবন। ১৮৫৭ সালের যুদ্ধে তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হন। আত্মসমর্পণের পরিবর্তে আত্মবলিদানকে বেছে নেন। আত্মসম্মান রক্ষার্থে দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে তিনি এক শাস্ত্রত বার্তা প্রচার দিয়েছেন। জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম।

অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী

মুক্ত করেন। শুধু তাই নয়, যখন ব্রিটিশদের বিশাল সৈন্যবাহিনী তাঁকে ঘিরে ধরে, সেই সময় দেবহরগড় পাহাড়ে তিনি অসীম সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। ১৮৫৮ সালের ২০ মার্চ রানী যখন বুঝতে পারলেন ব্রিটিশরা তাঁকে বন্দী করে ফেলবে, তখন তরবারির আঘাতে তিনি দেশের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দেন।

অবন্তীবাঈ দেশের সম্মান, মর্যাদা এবং স্বাধীনতার জন্য সবকিছু উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁকে ভারতের ‘জোয়ান অফ আর্ক’ হিসেবে গণ্য করা হয়। মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং আত্মসম্মানের অবিসংবাদী নেত্রী হিসেবে তিনি পরিচিত। ডাক বিভাগ তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে একটি স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশ করেছে। তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে জব্বলপুরে বাগরি জলাধারের নামকরণ করা হয়েছে ‘রানী অবন্তীবাঈ সাগর’। ●



Nitin Gadgil ©

#PragatiKollHighway #GatiShakti



Daily News Network

As per the statement, Modi also said new academic courses should be planned in partnership with industry so that the workforce has the skills required by emerging and fu-

অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রয়াণ বার্ষিকীতে

বিনম্র শ্রদ্ধা (১৬ অগাস্ট)

দেশের সুরক্ষা ও জনকল্যাণে ছিলেন অবিচল

অটল বিহারী বাজপেয়ী কর্মসংস্কৃতিতে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদকে অভূর্ত্ত করেছিলেন। তিনি দেশের নিরাপত্তা ও জনকল্যাণকে সর্বদা অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছেন। তাঁর জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা ও নিষ্কলুষ চরিত্র ভারতীয় রাজনীতিতে চিরস্থায়ী এক প্রভাব বিস্তার করেছে। তিনি দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা এবং কাগিল যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সারা পৃথিবীকে উদীয়মান ভারতের শক্তি দেখিয়েছেন। দেশের মধ্যে সুপ্রশাসনের পরিবেশ তিনি গড়ে তোলেন। তাঁর চিন্তাধারা ও কাজের মধ্য দিয়ে আমরা উন্নত এক ভারত গড়ে তোলার শক্তি অর্জন করি...

- অটলজির যোগাযোগ ব্যবস্থার মানোন্নয়নের পরিকল্পনা একবিংশ শতাব্দীর ভারতকে শক্তিশালী করেছে।
- তিনি একটি শক্তিশালী, সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন।



সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ থেকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ীজিকে তাঁর প্রয়াণ বার্ষিকীতে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই দেশের সার্বিক উন্নয়নে তাঁর অধ্যবসায় এবং কাজের মানসিকতা উন্নত ও আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার জন্য আজও সকলকে অনুপ্রাণিত করে।

নরেন্দ্র মোদী,
প্রধানমন্ত্রী

নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার
পাঙ্কিক

RNI NO.: DELENG/2020/78811 AUGUST 16-31, 2026

RNI Registered No DELENG/2020/78811 (Publishing Date: August 04, 2026 Pages: 42)

EDITOR IN CHIEF
Dhirendra Ojha
Principal Director General
Press Information Bureau, New Delhi

PUBLISHER:
Kanchan Prasad
Director General, on behalf of
Central Bureau Of Communication

PUBLISHED FROM:
Room No-278, Central Bureau Of
Communication, 2nd Floor, Soochna
Bhawan, New Delhi -110003